RNI No. 71057/96

সমাজসেবায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি রাজার

পৃষ্ঠা-৬

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বর্ষ: ৩০, সংখ্যা: ০২ , কোচবিহার, শুক্রবার, ২৩ জানুয়ারি-০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ১২ Vol: 30, Issue: 02, Cooch Behar, Friday, 23 January-05 February, 2026, Pages: 12, **Rs. 3**

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে সীমান্তে জারি কড়া নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার : প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা বা নাশকতার আশঙ্কা রুখতে কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে অসম–বাংলা সীমান্ত। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের উদ্যোগে সীমান্তবর্তী বিভিন্ন এলাকায় শুরু হয়েছে ব্যাপক নাকা চেকিং।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশেষ করে অসম থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশকারী ছোট ও বড় সব ধরনের যানবাহনে চলছে তল্লাশি। দিনরাত ধরে সীমান্তের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলিতে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী। সন্দেহজনক গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখছেন পুলিশ আধিকারিকরা।

রাতভর গাড়ি থামিয়ে পরিচয়পত্র ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই করা হচ্ছে। প্রয়োজনে তল্লাশি চালানো হচ্ছে গাড়ির ভেতরেও। পুলিশ প্রশাসন নিশ্চিত করেছে, প্রজাতন্ত্র দিবস পর্যন্ত এই তল্লাশি ও নজরদারি অব্যাহত থাকবে। কোনও রকম সন্দেহ হলেই অ্যাকশন নেওয়া হবে।

পুলিশের এক আধিকারিক জানান, “প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেই কারণেই আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আশা করছি সবরকমভাবে সীমান্ত অঞ্চলকে সুরক্ষিত রাখতে পারব।”

দেশনায়কের জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য...

কোচবিহার পৌরসভার নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান দিলীপ সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার : কোচবিহার পৌরসভার নতুন চেয়ারম্যান হলেন শহরের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দিলীপ সাহা। গত ২১ জানুয়ারি বুধবার পৌরসভার পৌরবোর্ডের বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে তাঁর নাম চূড়ান্ত করা হয়।

উল্লেখ্য, এর আগে কোচবিহার পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। তবে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের নির্দেশে তাঁকে ওই পদ থেকে পদত্যাগ করতে বলা হয়। প্রথমে তিনি পদত্যাগে অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোচবিহার সফরের আগেই শেষপর্যন্ত তিনি চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দেন। এরপর পৌরবোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোচবিহার পৌরসভার উপ-পৌরমাতা আমিনা আহমেদ অন্তর্বর্তী চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অনেক গড়িমসির পর, এদিন পৌরসভার পৌরপতির ঘরে অনুষ্ঠিত বোর্ড মিটিংয়ে নতুন চেয়ারম্যান নির্বাচন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও কাউন্সিলর অভিজিৎ দে ভৌমিক, উপ-পৌরমাতা আমিনা আহমেদ সহ পৌরসভার ২০টি ওয়ার্ডের সকল কাউন্সিলর। ওই বৈঠকে সবার সম্মতি নিয়ে দিলীপ সাহাকে পৌরসভার নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

নতুন দায়িত্ব গ্রহণের পর দিলীপ সাহা জানান, শহরের সার্বিক উন্নয়নই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। নাগরিক পরিষেবা আরও উন্নত করা এবং পৌরসভার কাজকর্মে স্বচ্ছতা বজায় রাখার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি। অন্যদিকে, জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, দলীয় ঐক্য বজায় রেখেই পৌরসভার উন্নয়নমূলক কাজ আরও গতিশীল করা হবে।

হাজার কণ্ঠে গীতাপাঠ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: ইডেন গার্ডেন্সের আদলে এবার কোচবিহারের দিনহাটাতেও অনুষ্ঠিত হল ‘হাজার কণ্ঠে গীতাপাঠ’ অনুষ্ঠান। গত ১৭ জানুয়ারি শনিবার দিনহাটা মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রাম আবুতারার এক ময়দানে এই ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আয়োজক কমিটি সূত্রে খবর, এ বছর এই অনুষ্ঠান দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। প্রথম বর্ষে যেখানে প্রায় ৩০ হাজারেরও বেশি ভক্ত অংশগ্রহণ করেছিলেন, সেখানে এ বছর সেই সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে। আয়োজকদের দাবি, সকাল ১১টার মধ্যেই মাঠে উপস্থিত ভক্তের সংখ্যা পৌঁছে যায় প্রায় ৫০ হাজারে।

এই অনুষ্ঠানে রাজ্যের বিভিন্ন ইসকন মন্দিরের পাশাপাশি বিদেশ থেকেও বহু সাধু-সন্ত অংশগ্রহণ করেন। রাশিয়া, ইউক্রেন, উরুগুয়ে সহ একাধিক দেশ থেকে আগত সাধু-সন্ন্যাসীরা অনুষ্ঠানকে মহিমান্বিত করে তোলেন।

কমল গুহ স্মরণে

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা : দিনহাটার জননেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী প্রয়াত কমল গুহর ৯৯তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে গত ২০ জানুয়ারি দিনহাটা শহর জুড়ে পালিত হলো দিনভর একাধিক সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচি। প্রয়াত নেতার সুযোগ্য পুত্র তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহর নেতৃত্বে এই দিনটি সেবামূলক কাজের মাধ্যমে স্মরণ করা হয়।

দিনের শুরুতেই উদয়ন গুহ নিজের বাসভবনে পিতার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান। এরপর দিনহাটা সংহতি ময়দানে চলমান ‘দিনহাটা উৎসব’-এর প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় এক বিশাল রক্তদান শিবির এবং বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। এই উদ্যোগে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। পিছিয়ে পড়া মানুষের কথা ভেবে প্রায় ৭০ জন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিকে হুইলচেয়ার প্রদান করা হয়। এছাড়া স্থানীয় সংস্কৃতিকে উৎসাহিত করতে ২০০টি কীর্তনীয়া দলের হাতে খোল, করতাল ও হারমোনিয়াম তুলে দেন মন্ত্রী। নতুন প্রজন্মের জন্য আয়োজিত অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রায় ৮৫০ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়।

উদয়ন গুহ জানান, “বাবার আদর্শকে পাথেয় করেই আমরা সমাজসেবার মাধ্যমে মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করছি। তাঁর জীবন ছিল মানুষের জন্য উৎসর্গীকৃত, আমরা সেই পথেই চলতে চাই।”

উল্লেখ্য, এই জন্মজয়ন্তীকে কেন্দ্র করেই গত ১৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে ঐতিহ্যবাহী ‘দিনহাটা উৎসব’, যা চলবে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে এই উৎসবের সূচনা করেন উদয়ন গুহ এবং ফিতে কেটে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। আগামী দিনগুলিতে এই উৎসবের মঞ্চ আলো করবেন অভিজিৎ ভট্টাচার্য, বাবুল সুপ্রিয় এবং ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের মতো তারকারা। জনসেবা ও সংস্কৃতির এই অপূর্ব মেলবন্ধনে বর্তমানে উৎসবের আমেজে ভাসছে গোটা দিনহাটা শহর।

নিউ কোচবিহারে বন্দে ভারত স্লিপার

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার : নতুন বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেসের স্টপেজ পেল নিউ কোচবিহার স্টেশন। গত ১৭ জানুয়ারি শনিবার মালদা টাউন স্টেশনে এই ট্রেনটির উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হাওড়া থেকে যাত্রা শুরু করে মালদা টাউন হয়ে অসমের গুয়াহাটি পর্যন্ত চলবে এই অত্যাধুনিক ট্রেন।

এদিন নিউ কোচবিহার স্টেশনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নতুন ট্রেনটিকে স্বাগত জানানো হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্র রায় ওরফে অনন্ত মহারাজ, তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া, বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে, মালতী রাভা রায় ও বরেন বর্মণ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুরজ কুমার ঘোষ, রেলের আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অতিরিক্ত ডিআরএম সাহেম লুম কামি জানান, কলকাতা থেকে গুয়াহাটিগামী সবচেয়ে দ্রুততম ট্রেন হিসেবে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস চালু হয়েছে। যাত্রীদের আরামদায়ক ও উন্নতমানের পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে এই ট্রেনটি বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে।

রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, রেলমন্ত্রকের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের মোট তিনটি স্টেশনে এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের স্টপেজ থাকবে, নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন।

এই ট্রেনের মাধ্যমে মাত্র ১৪ ঘণ্টার মধ্যেই গুয়াহাটি থেকে কলকাতা পৌঁছনো যাবে। এই উদ্যোগে খুশির হাওয়া উত্তরবঙ্গে।

কোচবিহারের পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ উদ্ধার, খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

শীতলকুচি: ভিন রাজ্যে কাজ করতে গিয়ে ফের প্রাণ হারালেন বাংলার এক পরিযায়ী শ্রমিক। অসমের গোয়ালপাড়ায় কোচবিহার জেলার শীতলকুচি ব্লকের কুরশামারি এলাকার বাসিন্দা হিমঙ্কর পাল (৩৩)-এর রহস্যমৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। গত ১৮ জানুয়ারি, রবিবার সকালে গোয়ালপাড়ার একটি রেললাইনের ধার থেকে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, হিমঙ্কর অসম থেকে বাসে করে বাড়ি ফিরছিলেন। মৃতের বাবা নীতিশ পালের অভিযোগ অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর। তিনি জানান, বাসের ভাড়া নিয়ে চালকের সঙ্গে হিমঙ্করের বচসা হয়েছিল। সেই সময় চালক তাঁকে লোহার রড দিয়ে মারধর করে এবং গলা চেপে ধরে। নীতিশবাবু বলেন, "চালক নিজের ফোন থেকেই হিমঙ্করকে দিয়ে আমাকে ফোন করায়। ছেলে ফোনে সব জানিয়েছিল। আমি অনলাইন মারফত এক হাজার টাকা পাঠিয়েও দিই। কিন্তু তারপর থেকেই ওই ফোনটি সুইচ অফ হয়ে যায়। ওরাই আমার ছেলেকে খুন করে রেললাইনের ধারে ফেলে দিয়েছে।" মঙ্গলবার রাতে হিমঙ্করের দেহ শীতলকুচির বাড়িতে পৌঁছালে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিজনরা। শোকাতুর পরিবারের পাশে দাঁড়াতে বুধবার তাঁর বাড়িতে যান তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় এবং শীতলকুচি ব্লক তৃণমূল সভাপতি তপন গুহ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি শাসিত অসমে বাঙালি বিদ্বেষের শিকার হয়েছেন হিমঙ্কর। পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে পরিযায়ী শ্রমিকরা ক্রমাগত নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। এই মৃত্যুর নেপথ্যেও বাঙালি বিদ্বেষ কাজ করেছে বলে আমাদের অনুমান। আমরা রাজ্য নেতৃত্বকে বিষয়টি জানাব এবং আইনি লড়াইয়ে পরিবারের পাশে থাকব।"

অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। গেরুয়া শিবিরের দাবি, একটি মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে তৃণমূল। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে। বর্তমানে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কুরশামারি এলাকায় শোকের ছায়া ও চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে।

অসমের গোয়ালপাড়ায় শীতলকুচির শ্রমিকের এই রহস্যমৃত্যু এবং পরিবারের গুরুতর অভিযোগ আবারও পরিযায়ী শ্রমিকদের নিরাপত্তাহীনতাকে প্রকট করল। ঘটনার নেপথ্যে ব্যক্তিগত বিবাদ নাকি জাতিবিদ্বেষ, তা নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমেই স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারটির জন্য ন্যায়বিচার এবং সরকারি সহায়তা নিশ্চিত করাই এখন প্রশাসনের কাছে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ।

ভোটার শুনানিতে গতি আনতে পদক্ষেপ প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: কোচবিহার জেলার নয়টি বিধানসভা কেন্দ্রে লজিক্যাল ডিস্ক্রিপেন্সির কারণে প্রায় তিন লক্ষাধিক ভোটারকে শুনানির নোটিস দেওয়া হয়েছে। এই শুনানি নির্ধারিত সময়ে শেষ করতে জেলা প্রশাসন এইআরও-র সংখ্যা দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগে প্রতিটি কেন্দ্রে ১০ জন করে এইআরও থাকলেও এখন সেই সংখ্যা বাড়িয়ে ২০ জন করা হয়েছে। শুনানির জন্য টেবিলের সংখ্যা ৫১ থেকে বাড়িয়ে ১৫০ করা হয়েছে। বর্তমানে বিভিন্ন ব্লকের বিডিও অফিসে এইআরও-দের উপস্থিতিতে নথি যাচাই ও ছবি তোলার কাজ চলছে। প্রশাসনের লক্ষ্য হল বাড়তি কর্মী ও টেবিল ব্যবহারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের হয়রানি কমিয়ে তাড়াতাড়ি সমস্ত তথ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠানো। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কমিশনই নেবে। মূলত নামের গরমিল এবং অস্বাভাবিক লিংকেজের জন্যই এই শুনানি প্রক্রিয়া চলছে।

অমৃত ভারত এক্সপ্রেস চালু উত্তরবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন

মালদহ: উত্তরবঙ্গ জুড়ে রেল পরিষেবায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একযোগে একাধিক নতুন ট্রেনের উদ্বোধন করলেন। এই সূচনার মূল আকর্ষণ ছিল সাধারণ মানুষের জন্য আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির অমৃত ভারত এক্সপ্রেস।

প্রধানমন্ত্রী মালদা থেকে ভার্চুয়ালি ফ্ল্যাগ অফ করার মাধ্যমে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই ট্রেনগুলির যাত্রা নিশ্চিত করেন। অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের এই প্রবর্তনকে রেলের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে, যা মূলত সাধারণ যাত্রীদের আরামদায়ক এবং দ্রুত গতির সফরের কথা মাথায় রেখে ডিজাইন করা হয়েছে।

অমৃত ভারত প্রকল্পের অধীনে উত্তরবঙ্গ থেকে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রুটে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। এর মধ্যে ডুয়ার্সবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করে আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে বেঙ্গালুরুগামী অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের যাত্রা শুরু হয়, যা হাসিমারা স্টেশনে বিশেষ সংবর্ধনা পায়। পাশাপাশি, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে তিরুচিরাপল্লি এবং রাঙ্গাপানি থেকে নাগেরকয়েল পর্যন্ত নতুন দুটি অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করা হয়। এছাড়া শিলিগুড়ি জংশন থেকে আলিপুরদুয়ার-পানভেল অমৃত ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের সরাসরি যোগাযোগকে আরও সুদৃঢ় করল।

রেলের এই মহোৎসবে বাদ পড়েনি উত্তর দিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাও; রায়গঞ্জবাসীর বহু প্রতীক্ষিত রাধিকাপুর-বেঙ্গালুরু এক্সপ্রেস এবং বালুরঘাট থেকে বেঙ্গালুরুগামী আরও একটি মেল এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে সরাসরি এই রেল সংযোগ স্থাপনের ফলে শিক্ষা, চিকিৎসা ও কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে যাতায়াত করা হাজার হাজার সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যা দূর হয়েছে বলে আশা করা হচ্ছে।

বক্সার ক্যামেরায় ধরা পড়ল বাঘের ছবি

নিজস্ব প্রতিবেদন

আলিপুরদুয়ার: দীর্ঘ দুই বছর পর বক্সা টাইগার রিজার্ভে আবারও দেখা মিলল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের। গত বৃহস্পতিবার রাতে জঙ্গলের একটি ট্র্যাপ ক্যামেরায় পূর্ণবয়স্ক পুরুষ বাঘের ছবি ধরা পড়ে, যা শুক্রবার বন দপ্তর নিশ্চিত করেছে।

শেষবার ২০২১ এবং ২০২৩ সালেও এখানে বাঘের দেখা পাওয়াযায়। এই নতুন অতিথির আগমনে উচ্ছ্বসিত বনকর্তারা বাঘটির গতিবিধির ওপর কড়া নজরদারি শুরু করেছেন।

বাঘটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বন দপ্তর থেকে বেশ কিছু জরুরি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। জঙ্গলের 'শিকারি রোড'-এ পর্যটকদের সাফারি আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে।

রবিবার পর্যন্ত এই নিয়ম জারি থাকলেও প্রয়োজনে সময়সীমা আরও বাড়তে পারে।বাঘটি ঠিক কোন দিকে যাচ্ছে তা বুঝতে জঙ্গলের গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোতে নতুন করে আরও ৯০টি ট্র্যাপ ক্যামেরা লাগানো হচ্ছে।কয়েকদিন আগে বনকর্মীরা টহল দেওয়ার সময় বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পান। সেই সূত্র ধরেই ক্যামেরা বসিয়ে সাফল্য মিলেছে। শনিবারও বনকর্মীদের কয়েকটি দল নতুন করে পায়ের ছাপের সন্ধান চালিয়েছে।

বন দপ্তরের আধিকারিকদের মতে, বাঘটি সম্ভবত ভুটানের জঙ্গল অথবা অসমের রায়মনা বা মানস জাতীয় উদ্যান থেকে বক্সায় এসেছে। বাঘের জন্য বক্সার জঙ্গল যে আদর্শ পরিবেশ হয়ে উঠছে, এই ঘটনা তারই প্রমাণ।

তবে সুরক্ষার খাতিরে বাঘটি ঠিক কোন এলাকায় রয়েছে, তা এখনই খোলসা করতে চাইছে না বন বিভাগ। বাঘের একটি সম্পূর্ণ ছবি পাওয়ার জন্য বনকর্মীরা এখন দিনরাত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে 'সৃষ্টিশ্রী স্টল'

নিজস্ব প্রতিবেদন

সাহেবগঞ্জ: মহিলাদের আর্থিক স্বাবলম্বন ও স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির উদ্যোগ হিসেবে সাহেবগঞ্জ বিডিও অফিস চত্বর এলাকায় উদ্বোধন করা হল 'সৃষ্টিশ্রী স্টল'। গত ১৯ জানুয়ারি সোমবার দুপুরে দিনহাটা ২ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নীতিশ তামাংয়ের উপস্থিতিতে স্টলের উদ্বোধন করা হয়। স্টলটি এলাকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যাদের দ্বারা পরিচালিত হবে। তাঁদের নিজস্ব শ্রম, দক্ষতা ও সৃজনশীলতায় তৈরি বিভিন্ন হস্তশিল্প সামগ্রী ও দৈনন্দিন ব্যবহার্য পণ্য স্টলে প্রদর্শিত ও বিক্রি করা হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নীতিশ তামাং বলেন, "এই 'সৃষ্টিশ্রী স্টল' স্থানীয় মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য এক জীবন্ত অনুপ্রেরণা। সকলের কাছে আমি আবেদন জানাই, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর দিদিদের হাতে তৈরি এই উৎকৃষ্ট ও স্বতন্ত্র পণ্যগুলি ক্রয় করে শুধু মানসম্মত জিনিস পাওয়া যাবে না, বরং তাঁদের আর্থিক স্বাবলম্বনের পথেও প্রত্যক্ষ সহায়তা করা সম্ভব হবে। এটি সমাজের প্রতি আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব।"

ধর্মের বিভেদ ভুলে সরস্বতী পুজোয় মাতেন দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের কর্মীরা

হান্নান মোল্লা

দিনহাটা: মানুষে মানুষে মিলনের চেয়ে বড় কোনো উৎসব হতে পারে না, এই চিরায়ত সত্যকেই যেন আরও একবার প্রমাণ করল দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল। বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎসব সরস্বতী পুজো। আর এই পুজোকে কেন্দ্র করেই দিনহাটা হাসপাতালে ফুটে উঠেছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অপূর্ব ছবি। এখানে বিদ্যার দেবীর আরাধনায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন মুসলিম চিকিৎসক, খ্রিস্টান নার্স এবং হিন্দু কর্মীরা। ধর্মের বিভেদ ভুলে সবাই এখানে শুধুই 'বাঙালি' এবং 'হাসপাতাল কর্মী'।

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালের এই সরস্বতী পুজো এবার ১৪তম বছরে পা দিল। হাসপাতালের বর্তমান সুপার ডক্টর রঞ্জিত মন্ডলের হাত ধরেই এই পুজোর পরিধি বড় হতে শুরু করে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এই পুজো আর পাঁচটা সাধারণ পুজোর মতো নেই, হয়ে উঠেছে একটি মিলনমেলা।

পুজোর প্রস্তুতির দিকে তাকালে অবাক হতে হয়। প্রতিমা নির্বাচন থেকে শুরু করে প্যান্ডেলের কাজ সবখানেই বৈচিত্র্য। কুমোরটুলি থেকে প্রতিমা বেছে এনেছেন চিকিৎসক ও নার্সরা মিলে। বিশেষ করে নার্সদের পছন্দ করা প্রতিমাতেই এবার সেজে উঠবেন দেবী সরস্বতী। এই আয়োজনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন চিকিৎসক গাজী নিজাম আনোয়ার। তিনি বিশ্বাস করেন, সরস্বতী পুজো কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়, এটি বাঙালির সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর কথায়, "সাংস্কৃতিক এই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই আমাদের লক্ষ্য।"

একই সুর শোনা গেল খ্রিস্টান নার্সিং স্টাফ বিনোদ ওরাও-এর গলায়। তিনি জানান, ছোটবেলা থেকেই তিনি সরস্বতী পুজোর পরিবেশে বড় হয়েছেন। বড়দিনের উৎসবে যেমন সবাই সামিল হন, তেমনি সরস্বতী পুজোতেও তিনি পরম আনন্দের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। সঙ্গে রয়েছেন রবিনা তামাংয়ের মতো কর্মীরাও, যাদের কাছে হাসপাতালের এই ক'দিন যেন এক বড় পরিবার।

এবারের পুজোর আয়োজনও বেশ জমকালো। প্রায় এক লক্ষ টাকার বাজেটে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে প্যান্ডেল। পুজোর দিন প্রায় পাঁচশো মানুষের জন্য থাকছে খিচুড়ি ভোগের ব্যবস্থা। তবে শুধু পুজোই নয়, এর সাথে যুক্ত হয়েছে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও। শিশুদের জন্য অঙ্কন প্রতিযোগিতা, মহিলাদের আরতি প্রতিযোগিতা এবং সন্ধ্যায় জাদুকরী ম্যাজিক শো ও সাংস্কৃতিক বিচিত্রা অনুষ্ঠান সব মিলিয়ে হাসপাতাল চত্বরে এখন উৎসবের আমেজ। হাসপাতাল সুপার রঞ্জিত মন্ডল অত্যন্ত গর্বের সাথে বলেন, "সরস্বতী পুজো আমাদের কাছে সম্প্রীতির প্রতীক। এখানে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান বলে কিছু নেই। আমরা সবাই মিলেমিশে এই উৎসব পালন করি, যা আমাদের কাজের পরিবেশকেও আরও সুন্দর করে তোলে।"

কোচবিহার প্রেস ক্লাবের সরস্বতীপুজো...

এসআইআর নিয়ে হয়রানির শিকার কোচবিহারবাসী

সাহেবগঞ্জে বিএলওদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন

সাহেবগঞ্জ: রাজ্য নির্বাচন কমিশনের তড়িঘড়ি বৈধ ভোটার বাতিল প্রক্রিয়া এবং অতিরিক্ত কাজের চাপের প্রতিবাদে সাহেবগঞ্জ বিডিও অফিস চত্বরে অবস্থান বিক্ষোভ পালন করলেন দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের বিএলও রক্ষা কমিটির সদস্যরা। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, রাজনৈতিক উদ্যেশ্যে বা বিজেপি প্রভাবিত নির্বাচনী কার্যক্রমের মদত দিতে ভোটার তালিকা থেকে বহু বৈধ ভোটারের নাম বাতিল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিএলওদের উপর অমানবিক কাজের চাপ চাপানো হচ্ছে। এই অন্যায্য নির্দেশনা ও অতিরিক্ত কাজের চাপের বিরুদ্ধে তাদের এই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ।

১৪২ জনের গণইস্তফা

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: প্রশাসনিক চাপ ও ভোটারদের অযথা হয়রানির প্রতিবাদে উত্তাল কোচবিহারের দিনহাটা। সোমবার দিনহাটা ১ নম্বর ব্লকের ১৪২ জন বিএলও বিডিও-র কাছে গণইস্তফা পত্র জমা দিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের এসআইআর হেয়ারিংয়ের নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে এবং বিএলও-দের ওপর লাগাতার মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তৃণমূল শিক্ষক সংগঠনের উপস্থিতিতে বিডিও অফিস চত্বরে এই অবস্থান-বিক্ষোভ হয়। আন্দোলনকারীদের দাবি, প্রতিদিন নতুন নির্দেশের ফলে বৈধ ভোটার ও শিক্ষক উভয়েই সমস্যায় পড়ছেন। বিডিও বিশাখ ভট্টাচার্য ইস্তফাপত্র গ্রহণ করেছেন এবং বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

নোটিশ পেলেন খোদ সভাধিপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: এবারে এসআইআর নোটিস পেলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মন। গত ১৭ জানুয়ারি শনিবার নোটিশ পাওয়া মাত্রই ক্ষোভে ফেটে পড়েন তিনি। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন নোটিশের নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করছে।

নোটিশ পাওয়ার প্রতিবাদে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানান সভাধিপতি। ওইদিনই সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্ট করে তিনি লেখেন, "আগামী ২৩ জানুয়ারি নিজেকে ভারতীয় প্রমাণ করতে হবে কোচবিহার ১ ব্লক বিডিও অফিসে। খসড়া তালিকায় আবার ভারতীয় ছিলাম।" এই মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুমিতা বর্মন জানান, ভোটার তালিকায় তাঁর বাবার নামের সঙ্গে পদবী উল্লেখ না থাকায় তাঁকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। সেই কারণেই আগামী ২৩ জানুয়ারি কোচবিহার ১ নম্বর ব্লক বিডিও অফিসে তাঁর শুনানি নির্ধারিত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, "আমরা পাঁচ ভাইবোন। কারও কাছেই কোনও নোটিশ আসেনি, শুধু আমার কাছেই এসেছে। যে ভুলের জন্য আমাকে ডাকা হয়েছে, তার দায় সম্পূর্ণভাবে নির্বাচন কমিশনের। এই ঘটনা থেকেই উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়।"

সভাধিপতির এই অভিযোগের ভিত্তিতে ফের প্রশ্নের মুখে নির্বাচন কমিশন।

সিতাইতে প্রশাসনিক চাপে গণ ইস্তফা বিএলওদের

নিজস্ব প্রতিবেদন

সিতাই: নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতিত্ব ও প্রশাসনিক চাপের অভিযোগ তুলে গত ১৮ জানুয়ারি রবিবার সিতাই ব্লকের সমস্ত বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও) গণ ইস্তফা দিয়েছেন। 'বিএলও রক্ষা কমিটি'-র পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক সংবাদ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ইলেকশন রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) তথা সিতাই ব্লকের বিডিও অমিত কুমার মণ্ডলের মাধ্যমে তাঁদের ইস্তফাপত্র অতিরিক্ত ইলেকশন রেজিস্ট্রেশন অফিসার (এআরইও), অর্থাৎ মহকুমাশাসকের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে অভিযোগ করা হয়েছে, নির্বাচন কমিশন কার্যত ক্ষমতাসীন দল বিজেপির স্বার্থে কাজ করছে। পাশাপাশি 'এসআইআর' (স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন) প্রক্রিয়ার নামে বিএলও কর্মীদের উপর অযৌক্তিক ও অতিরিক্ত মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এর ফলে নিরপেক্ষ ও সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না বলে দাবি করা হয়েছে।

বিএলও রক্ষা কমিটির দাবি, বারবার এই বিষয়গুলি প্রশাসনের নজরে আনা হলেও কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। উপযুক্ত পরিবেশ ও সুরক্ষা না থাকায় শেষ পর্যন্ত তাঁরা গণ ইস্তফার কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন। এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশন বা প্রশাসনের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

এমার্জেন্সির আশঙ্কা অভিজিতের

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: এসআইআর ঘিরে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুললেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। ১৫ জানুয়ারি দিনহাটায় সাংবাদিক বৈঠকে তিনি দাবি করেন, নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসি' দেখিয়ে দিনহাটা বিধানসভায় প্রায় ৪২ হাজার ভোটারকে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। মন্ত্রীর কথায়, "এই ধরনের ঘটনা অস্বাভাবিক।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, "এসআইআর সম্পূর্ণ করার পর এমার্জেন্সি ঘোষণা হতে পারে। আদৌ নির্বাচন হবে কি না, তা নিয়েও সংশয় রয়েছে।" বিহারে একই ধরনের কোনও 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেনসি' ধরা পড়েনি। অথচ পশ্চিমবঙ্গকেই বেছে নিয়ে এই প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। এর পিছনে স্পষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে।" অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন ইচ্ছা করেই বিভ্রান্তি তৈরি করছে।

উত্তরের পরিবহণ পেল নতুন বাস ও ভলভো

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: উত্তরবঙ্গের গণপরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক ও গতিশীল করতে একগুচ্ছ নতুন বাসের উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গত ১৬ জানুয়ারি, শুক্রবার শিলিগুড়ি থেকে ভার্চুয়ালি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের মোট ৩৭টি নতুন বাসের শুভ সূচনা করেন তিনি। এর মধ্যে ৩১টি পরিবেশবান্ধব সিএনজি বাস এবং ৬টি অত্যাধুনিক ভলভো স্লিপার বাস রয়েছে। এছাড়া উত্তরবঙ্গ ও দিঘার মধ্যে যোগাযোগের জন্য আরও ১২টি ভলভো বাস চালুর কথা ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

এই উপলক্ষ্যে কোচবিহারের এনবিএসটিসি কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনাসে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়, জেলাশাসক রাজু মিশ্র, পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। নিগমের চেয়ারম্যান জানান, এনবিএসটিসি-র ইতিহাসে এই প্রথম স্লিপার ভলভো পরিষেবা চালু হল, যা যাত্রী পরিষেবায় এক নতুন মাত্রা যোগ করবে।

আগামী সাত দিনের মধ্যে এই বাসগুলি নিয়মিত চলাচল শুরু করবে। প্রাথমিকভাবে কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি থেকে একটি করে এবং শিলিগুড়ি থেকে দুটি বাস কলকাতা হয়ে পর্যটন কেন্দ্র দিঘা পর্যন্ত যাতায়াত করবে। প্রতিটি বাসে ৪০টি করে আরামদায়ক শয্যা বা বার্থ রয়েছে। যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মাথায় রেখে প্রতিটি বেডের সামনে থাকছে আলাদা ভিডিও স্ক্রিন, এসি নিয়ন্ত্রণের বোতাম এবং মোবাইল চার্জিং পয়েন্ট। নিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার বা আলিপুরদুয়ার থেকে কলকাতা পৌঁছাতে সময় লাগবে প্রায় ১৩-১৪ ঘণ্টা এবং দিঘা পৌঁছাতে আরও অতিরিক্ত ৪-৫ ঘণ্টা সময় ব্যয় হবে। ভাড়ার ক্ষেত্রে কোচবিহার থেকে কলকাতার সম্ভাব্য খরচ হতে পারে প্রায় ২০০০ টাকা এবং দিঘার জন্য ২২০০ থেকে ২৪০০ টাকার আশেপাশে।

দীর্ঘদিন ধরেই উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতা বা দক্ষিণবঙ্গগামী ট্রেনের টিকিটের সংকট নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ ছিল। এনবিএসটিসি-র এই বিলাসবহুল ভলভো পরিষেবা চালু হওয়ার ফলে সেই সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে এবং পর্যটকদের পাশাপাশি সাধারণ যাত্রীদের হয়রানি লাঘব হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

যাত্রা উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: সম্প্রতি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে কোচবিহারে হয়ে গেল তিন দিনব্যাপী যাত্রা উৎসব। লোকসংস্কৃতি ও ঐতিহ্যবাহী যাত্রাশিল্পকে সাধারণ মানুষের কাছে আরও জনপ্রিয় করে তুলতেই এই উৎসবের আয়োজন। উৎসবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একাধিক নামী যাত্রা দল অংশ নিয়েছে।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে যাত্রা উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য অভিজিৎ দে ভৌমিক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিক, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিক, বিশিষ্ট সমাজসেবক কালী শঙ্কর রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। দর্শকের বিপুল উপস্থিতি উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলে।

পিঠাপুলি উৎসবে বিজয়ীদের উল্লাস

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: বাঙালির হারিয়ে যাওয়া কৃষ্টি ও সংস্কৃতি রক্ষার্থে কোচবিহারে অনুষ্ঠিত হল নবম বর্ষের উত্তরবঙ্গ পিঠাপুলি উৎসব। উদ্যোক্তা ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক রাজা বৈদ্য বলেন, "বাঙালির হারিয়ে যাওয়া কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার লক্ষ্যেই আমরা গত ৯ বছর ধরে এই উৎসব আয়োজন করে আসছি।"

রাজমাতা দীঘির স্বর্গীয় সত্যরঞ্জন চক্রবর্তীর নামাঙ্কিত মুক্তমঞ্চে এই আয়োজন হয়। অংশগ্রহণ করেন কুড়ি জন প্রতিযোগিনী। প্রতিযোগিতায় মুগের পুলি তৈরি করে প্রথম স্থান অধিকার করেন বসুশ্রী রায়। গাজরের পাটিসাপটা বানিয়ে দ্বিতীয় হন রিক্তা হালদার। স্বাস্থ্যসম্মত পিঠা তৈরি করে তৃতীয় স্থান লাভ করেন জিন্নাত হক। চতুর্থ হন মৌসুমী ব্যানার্জী। তিনি বানিয়েছিলেন খোয়া ক্ষীরের মালপোয়া। মালাই পাটিসাপটা তৈরি করে পঞ্চম স্থান অর্জন করেন দিশারী রায় এবং ক্ষীরের দুধ পুলি তৈরি করে ষষ্ঠ হন গীতশ্রী দত্ত। বিজয়ীদের পুরস্কার তুলে দেয় আয়োজক কমিটি। বিচারকের আসনে ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রার পার্থসারথি চক্রবর্তী, 'আশ্রয়'-এর কর্ণধার রুনা মণ্ডল এবং চিত্রশিল্পী হরি দত্ত সহ অন্যান্য বিশিষ্টজন। এই উদ্যোগে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ডিজিটাল বাংলার কর্ণধার গোবিন্দ সাহা এবং রাজ মাইক্রোগোল্ড।

'পথশ্রী' প্রকল্পে শুরু দিনহাটায় রাস্তা-সংস্কার

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: দিনহাটা পৌরসভা এলাকায় সম্প্রতি 'পথশ্রী' প্রকল্পের আওতায় শুরু হল ৫৪টি রাস্তার সংস্কার কাজ। এই কাজের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য মোট এক কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। মন্ত্রী জানান, এই প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের দীর্ঘদিনের বেহাল রাস্তার সমস্যা অনেকটাই সমাধান হবে। এর ফলে শহরের অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি হবে এবং সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত আরও সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হবে।

তিনি আরও বলেন, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দিনহাটা সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গে ধারাবাহিকভাবে উন্নয়নমূলক কাজ চলছে। তবে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন, "এত উন্নয়ন কাজ করেও যখন নির্বাচন আসে, তখন অনেক সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের কাঙ্ক্ষিত সহযোগিতা পাওয়া যায় না। বিষয়টি সত্যিই দুঃখজনক।"

শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক ও পানীয় জলসহ একাধিক ক্ষেত্রে সরকারের অবদান উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান, উন্নয়নের এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে।

নিরাপত্তা চাই পরিযায়ী শ্রমিকদের

সেই করোনা কাল, একের পর এক পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যু ও করুণ কাহিনী তোলপাড় করে দিয়েছিল গোটা দেশকে। আমরা দেখেছি দল বেঁধে পরিযায়ী শ্রমিকেরা ফিরেছেন বাড়িতে। কেউ কেউ শপথ নিয়েছিলেন, ভিটেমাটি ছেড়ে আর পরিযায়ী হবেন না। তারপর সময় আবারও তাদের ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে ভিনরাজ্যে।

নতুন করে সেই পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর ভিনরাজ্যে হামলার অভিযোগ নিয়ে শুরু হয়েছে তোলপাড়। ঝাড়খন্ডে এক শ্রমিকের মৃত্যু নিয়ে গন্ডগোল ছড়িয়ে পড়েছিল মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায়। কোচবিহারের শীতলকুচির এক শ্রমিকের দেহ উদ্ধার হয় অসমে। পরিবারের অভিযোগ, তাকে মারধর করে খুন করা হয়েছে। কেন, কী কারণে এই খুন তা নিয়ে অভিযোগের শেষ নেই। কিন্তু প্রশ্ন যেখানে এসে দাঁড়ায়, তা পরিযায়ীদের নিরাপত্তা। এই পরিযায়ী শ্রমিকদের ভবিতব্য তাহলে কী? এভাবেই কী কাজের খোঁজে ভিনরাজ্যে ছুটতে হবে শ্রমিকদের। আবার কোনও হামলার বা সমস্যার মুখে ফিরতে হবে তাঁদের? এই নিয়ে কারও কোনও দায়িত্ব বা কর্তব্য নেই। পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনা থাকা উচিত দেশ ও রাজ্যে। তাঁদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা প্রয়োজন।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক: সন্দীপন পন্ডিত

কার্যকরী সম্পাদক: দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহকারী সম্পাদক: কঙ্কনা বালো মজুমদার, দুর্গাশ্রী মিত্র, শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য, রাহুল রাউত

ডিজাইনিং ও গ্রাফিক্স : সমরেশ বসাক, ভজন সূত্রধর

বিজ্ঞাপন অধিকারিক: রাকেশ রায়

জনসংযোগ আধিকারিক: মিঠুন রায়

যে কোনও উন্মাদনাই শেষ অবধি ক্ষতিই আনে

শৌভিক রায়

মানুষ যা ধারণ করে তা-ই যদি ধর্ম হয়, তবে কারও ধর্মচারণ নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলা উচিত নয়। কেন না ব্যক্তিপরিসরে একজন কী করবেন তা একান্তই তার নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু তা পালন করতে গিয়ে যদি অন্যের অসুবিধে হয়, তবে নিশ্চয়ই কিছু বলার থাকে।

আফসোস এটাই যে, ধর্মপালন করতে গিয়ে শব্দদূষণের মাত্রা আজ যেখানে পৌঁছচ্ছে, তাতে সিঁদুরে মেঘ কিন্তু দেখা যাচ্ছে। আর এর জন্য দায়ী সব সম্প্রদায়েরই মানুষেরা। কেউ কারও চাইতে কম যাচ্ছেন না। মাঝখান থেকে বিপদে পড়ছেন অসুস্থ রুগী, পরীক্ষা দিতে চলা ছাত্র ও নিরীহ সাধারণ মানুষ।

আসলে আমরা একটা অদ্ভুত সময়ে বাস করছি। একদিকে ভারত মহাকাশে চন্দ্রযান পাঠাচ্ছে, অন্যদিকে কিছু রাষ্ট্রনেতা গোমূত্র থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে, পারদর্শিতার সঙ্গে, এমন কিছু কথা বলছেন যাতে স্তম্ভিত হতে হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এটাই যে, বহু সংখ্যক মানুষ এসবে বিশ্বাস করেন বলেই, দিনের পর দিন ধর্ম নামক বস্তুটি নানা ভাবে, নানা রূপে, নানা কায়দায় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে বর্মের মতো আমাদের ওপর চেপে বসছে। পরিসংখ্যান বলছে যে, বিগত এক দশকে দেশে পূজা বা উপাসনার জন্য যত সংখ্যক ছোট-বড় মন্দির-মসজিদ তৈরী হয়েছে, তা অন্য দশকগুলির তুলনায় অন্তত পাঁচগুণ বেশি। এর থেকে প্রমাণিত হয়, আমরা ধর্মকে যতটা বড় করে দেখছি, অন্য কোনও কিছুকে ততটা নয়। বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিপূর্ণ ভাবনার স্থান নিচ্ছে কুসংস্কারে ভরা এমন সব আচার ব্যবহার, যা এই একবিংশ শতকে এসে কেউ করতে পারে বলে বিশ্বাস হয় না। কিন্তু ঠিক সেটাই হচ্ছে। এই ব্যাপারে কেউ পিছিয়ে নেই। এক্ষেত্রে আমাদের মগজধোলাই এমন পর্যায়ে করা হচ্ছে যে, দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অপুষ্টি, অশিক্ষার মতো বিষয়গুলির দিকে কেউ আর ফিরে তাকাচ্ছে না।

ইতিমধ্যেই যে ভারতের অর্থনীতি খাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে, তার খবর কতজন রাখছে? একের পর এক শিল্প বন্ধ হচ্ছে। কিন্তু তা যেন আমরা দেখেও দেখছি না। বেসরকারিকরণের যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে তাতে আগামীদিনে সরকারের হাতে যে কিছুই থাকবে না, সেটা কিন্তু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। আর এসবের থেকে চোখ ঘোরাতে ধর্মের তাসকে সুনিপুনভাবে ফেলা হচ্ছে। এই ব্যাপারে বাম-ডান সকলেই এক। প্রয়োজনমতো ব্যবহার করে আশু সমস্যা থেকে অন্যদিকে নজর ফেরাতে ধর্মের জুড়ি মেলা ভার।

ধর্ম পালনের সঙ্গী হয়েছে অত্যন্ত ক্ষতিকারক এমন কিছু আচার আচরণ যাতে প্রতিনিয়ত পরিবেশের দফারফা হচ্ছে। প্রতিবাদ করে কোনও লাভ হয় না। প্রতিবাদের সাহসটুকুও অনেকের থাকে না। কেননা ধর্মোন্মাদ জনতা যে কী হিংস্র হয়ে উঠতে পারে তা আমাদের দেশের মানুষ খুব ভালো জানেন। তাই পরবর্তী প্রজন্মের কথা ভাবে সত্যি খারাপ লাগে যে, আমরা তাদের জন্য এমন এক দেশ রেখে যাচ্ছি যেখানে মেধা দাম পায় না, কদর হয় পাথরের বা শূন্য উপাসনালয়ের। এই অবস্থা থেকে ঠিক কবে পরিত্রাণ মিলবে তা কেউ জানে না।

দেশের সব মানুষই যে এরকম তাও নয়। দেশের কোনও উন্নতি হয় নি, এটা বলেও অন্যায় হবে। অনেক বিষয়ে এমন কাজ হয়েছে বা হচ্ছে, যা আমাদের সত্যি গর্বিত করে। কিন্তু পাশাপাশি যখন কিছু তমসাচ্ছন্ন অধ্যায় দেখি তখন ঠিক মেলাতে পারি না। এই বৈপরীত্য আমাদের দেশের বৈশিষ্ট্য হলেও কোনোদিন সেটা নিয়ে বাড়াবাড়ি হতে দেখি নি। কিন্তু এখন ভয়টা এখানে যে, সেই বাড়াবাড়িটা দিনদিন প্রবল আকার ধারণ করছে। এই প্রাবল্য যদি না থামানো যায়, তবে ভবিষ্যতে আমাদেরকেই ভুগতে হবে। আধুনিক কল্যাণকর কোনো রাষ্ট্র যেমন এইভাবে চলতে পারে না, একজন ব্যক্তি মানুষও এভাবে চলতে পারেন না। এই দুরাবস্থা থেকে মুক্তির কোনো উপায় অন্তত এই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে না। ফলে অনভিপ্রেত ব্যাপারগুলি প্রবলভাবে জেঁকে বসছে।

এই ব্যাপারে মিডিয়ার, বিশেষ করে টেলিভিশনের, ভূমিকাও কিন্তু কম নেই। জাতীয় স্তরের বেশ কিছু চ্যানেল এমন সব সিরিয়াল সম্প্রসারণ করেন যেখানে কুসংস্কারে মোড়া এই জাতীয় বিষয় দেখানো হয়। দেশের একটি বিরাট অংশের মানুষের কাছে এই সিরিয়ালগুলো বড় মাপের বিনোদন। এদের প্রভাবও বিরাট। যুক্তিবাদী চিন্তার পরিবর্তে যদি তারা এই সব বিষয়গুলিকে প্রাধান্য দেয়, তবে কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছে করে যে, নির্মাতারা নিজেরা এসব আবিষ্কার করেন, নাকি বাজারে কী চলছে সেটা দেখে তাদের নির্মাণ প্রস্তুতি নেন।

আমাদের সকলের মনে রাখা উচিত যে, কোনো বিষয়েই অত্যাধিক কিছু করা শেষ পর্যন্ত নিজেদের ক্ষতি করে। তাই নির্দিষ্ট সীমার মাঝে থেকে থেকে চলুক সব। তাতে অন্তত অভিযোগের তীরটি কেউ ছুঁড়বে না।

লেখক- কোচবিহার মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক। পুরস্কার ও সম্মাননা: ত্রিবৃত্ত পুরস্কার, হিতেন নাগ স্মৃতি পুরস্কার, লক্ষ্মী নন্দী স্মৃতি পুরস্কার ইত্যাদি।

আমরা এবং তোমরা- সেতুবন্ধ দরকার

নবনীতা সান্যাল, শিক্ষিকা, জ্যোৎস্নাময়ী বালিকা বিদ্যালয় (উঃ মাঃ), শিলিগুড়ি

আমাদের প্রজন্মের সঙ্গে জেন জেড কী আলফা প্রজন্মের ফারাক অনেক...এতটাই যে মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা এবং তারা যেন এক পৃথিবীর বাসিন্দা না। মনে হয়, একে অন্যের কাছে দূরতর দ্বীপ! তাদের চিন্তা, মনন আমাদের চেয়ে আলাদা, হয়ত আমরা যা অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝি তারা তা বোঝে আধুনিক দুনিয়াদারিতে এবং অস্বীকার করার কোনো জায়গা নেই যে, দুটোই সত্যি, কোনোটাই নেহাত ফেলনা না! তবে, এই যে দুই দিক দিয়ে যে দেখা, তাতে একটা দর্শনগত ফারাক তৈরি হয়ে ওঠে, স্বভাবতই।

কিন্তু, এই মত পার্থক্য নতুন নয়, বরাবর ছিল। পুরোনো দিনের সিনেমাতে অনেকবার বাঙালি দেখেছে এই দ্বন্দ্ব। কমল মিত্র আর উত্তমকুমারের সেই বিখ্যাত দৃশ্যটি মনে আছে তো! দুজনেই তাঁদের যুক্তি দিচ্ছেন, তারপর গায়ক হবেন বলে গৃহত্যাগ করছেন ছেলে। এখানেও কিন্তু নিজের মত প্রতিষ্ঠা তথা ইগোর লড়াই প্রধান। সেই দ্বন্দ্ব এখনও আছে, থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু, পার্থক্য এই যে, আত্মপ্রতিষ্ঠার

এই লড়াই কোথায় যেন প্রবলভাবেই আত্মকেন্দ্রিক, অবশ্যই তারতম্য বা ব্যতিক্রম থেকে যেতেই পারে। তার চেয়েও বড় কথা নিউক্লিয়ার ও মধ্যবিত্ত, চাকরিজীবী পরিবারগুলিতে ক্রমশ বেড়ে চলেছে এই বিরোধ, বাড়ছে দূরত্ব।

'কেন' এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সমাজ মনস্তত্ত্বের গভীরে না গিয়ে উপায় নেই। আত্মঅন্বেষণ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই বাঙালিদের ক্রম স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছলতা দিয়েছে ঠিকই, কিন্তু যা হারিয়ে গেছে তা হল একত্রিত হওয়ার বোধ! তার জায়গায় এসে পড়েছে অবিশ্বাস, ঈর্ষা এবং হতাশা ও একাকীত্ব। জীবনানন্দের বিখ্যাত লাইন চরম সত্যি হয়ে উঠেছে, "সকলকে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে পৌঁছবে তাই, সকলেই সকলকে আড়চোখে দেখে।"

তারপর, যে লড়াই ছিল একদিন নিজের, তা সন্তানকেন্দ্রিক হয়েছে, এরপর প্রতিষ্ঠিত সন্তান নিজের জগৎ ঘিরে আবর্তিত হতে থাকলে বাঙালি মধ্যবিত্ত একাকীত্বের চোরাবালিতে তলিয়ে যেতে থেকেছে! তবে, সেও অবশ্য নতুন নয়, বাঙালির আস্তানা বদলও ঘটছে প্রায় দুই দশক ধরেই এবং এখন দূরত্ব আরও বেশি উভয়ত। পোশাক, চিন্তা, মেধা, সংস্কৃতি সবটা এতটাই আলাদা হয়ে যাচ্ছে যে, মনে হয় দুই প্রজন্ম যেন দুজনের কাছে অচেনা!

বাংলা সংস্কৃতি অস্তমিত হওয়ার যে প্রক্রিয়া তাও আজ নতুন নয়। তবে, অন্য সংস্কৃতির সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে সমাজ, পরিবারকে অস্বীকার করার পদ্ধতিটি নতুন...এই অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করার প্রবণতা একটি অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এইটা বড় আশাহত করে! কখনও মনে হয় যেন বিভ্রান্ত এই প্রজন্ম নিজেও ঠিক বুঝতে পারছে না নিজেদের। আগের প্রজন্মের মানুষ হিসাবে, অভিভাবক হিসাবে এইটা বড়ই দুশ্চিন্তার কারণ!

নতুন প্রজন্ম নিজেকে চিনে নিক, বুঝে নিক, দায়িত্ব নিতে শিখুক, আগের প্রজন্মের সঙ্গে তাদের অন্তত সেতুবন্ধটুকু নির্মিত হোক...এটুকুই কাম্য...তারা এগিয়ে না এলে সমাজ আর টেকে কই!

কোচবিহারে পূর্বোত্তরের অফিস ঘরে সরস্বতী দেবীর আরাধনা।

পাঁচিল ঘেরা শাসন থেকে এক টুকরো মুক্তির আকাশ

শ্রীতমা ভট্টাচার্য্য

ধরে নিন শহরের প্রাণকেন্দ্রে দুটো স্কুল 'আদর্শ উচ্চবালিকা বিদ্যালয়' আর তার ঠিক পরের মোড়েই 'আইডিয়াল বয়েজ হাইস্কুল'। সারা বছর এই দুই স্কুলের মাঝের পাঁচিলটা বার্লিন ওয়ালের চেয়েও শক্ত। তবে ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে মাঘের শুক্লা পঞ্চমী আসতেই সেই পাঁচিল যেন অদৃশ্য হয়ে যায়। সরস্বতীপুজো মানেই স্কুলগুলোতে এক টুকরো অঘোষিত স্বাধীনতা।

ছাপোষা বাঙালি ঘরের বাচ্চাদের এই পুজোর স্মৃতির পাতা ওল্টালে বেশিরভাগ জুড়ে থাকবে স্কুলের হল ঘরে বা মাঠের প্যান্ডেলে ফোম শিট, আর্ট পেপার, ফেব্রিকের রঙ, আর বিভিন্ন সাইজের চুমকির ডেকোরেশন। সেখানে পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয় সপ্তাহখানেক আগেই। ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার এর চেয়ে ভালো অজুহাত আর হয় না! অঙ্ক পিরিয়ডের মাঝখানে ডেকোরেশনের নাম করে বেরিয়ে যাওয়া, আর তারপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্কুলের হল ঘরে বা প্রাঙ্গনের প্যান্ডেলে বসে কাটানো। এখন কী শহর আর কী গ্রাম, এই স্কুলগুলোর আভিজাত্য আর আগের মতো নেই, কিন্তু সেই পুজোর আবেগ এখনও অটুট রয়েছে। এখনও স্কুল চত্বরগুলোতে গেলে দেখা যাবে হলঘর জুড়ে সেই পুরনো সাজ। মা আসবেন, তাকে বরণের প্রস্তুতিতে যেন খামতি না থাকে একবিন্দুও।

তারপর আসে আমন্ত্রণের পালা। শহরের কিছু বালিকা বিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মীরা আমন্ত্রণ পত্র বিলি করতে যেতেন, তাই অন্য স্কুলে গিয়ে 'ইনভিটেশন' দেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থেকেছে অনেকেই। কিন্তু ক্ষতি নেই! অন্য স্কুলের ছেলে মেয়েরাই আবার তাদের স্কুলে যেত দল বেধে, আর শুরু হতো বন্ধু-বান্ধবীদের গুঁজ গুঁজ গল্প। ওই যে বয়েজ স্কুল, ইতিমধ্যেই হয়তো সেখানকার কেউ ১১ টাকার রিচার্জ করা এসএমএস প্যাক থেকে কারও মায়ের ফোনে বার্তা পাঠিয়েছে, "পরশু তোমাদের স্কুলে যাব, আশেপাশে থেকো।" এ তো গেল নিমন্ত্রণ পর্ব, আর পুজোর দিন তো গেট খোলা। তার মানেই পাশের স্কুলে অবাধ বিচরণ। সবচেয়ে বড় উত্তেজনা হল ঠাকুর আনতে যাওয়ার কাজ। সেই দম ফেলার জায়গা নেই এমন ট্রাকে চেপে ঠাকুর আনতে যাওয়া। ট্রাকের ঝাকুনিতে একে অপরের গায়ের ওপর পড়ে যাওয়ার জোগার, তার ওপর ওই অবস্থায় ঢাকের তালে নাচ। সঙ্গে "জয় মা সরস্বতী" চিৎকারে শহর কাঁপানো, সেই মুহূর্তগুলো আজ কিছু নব্বই দশকের বাচ্চাদের কাছে যেন ধুলোমাখা ডায়েরীর পাতা।

পুজোর সকালের দৃশ্যটা আরওই রোমাঞ্চকর। সকাল সকাল শাড়ি আর পাঞ্জাবিতে সেজে যখন অঞ্জলি শুরু হয়, তখন মন্ত্রের সুরে 'বিদ্যাং দেহি নমস্তুতে' চললেও মনে মনে অন্য সুর বাজে। হঠাতই প্রার্থনাটা পাল্টে গিয়ে হয়, "মা, অনেক তো হলো বিদ্যা, এবার পাশের স্কুলের ওই পেঁচিটাকে একটু পটিয়ে দে মা!" ঘুরতে গিয়ে কোনও মেয়ে হয়তো আলতো করে তাকিয়ে ভাবত বা হয়তো আজও ভাবে "ওই যে ছেলেটা ধুতি সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে, ও কি তাকিয়ে দেখবে?"

জানা নেই, আজকের প্রযুক্তির যুগে ওই অপেক্ষাগুলো আর আছে কি না! এই পুজো বাংলা মিডিয়ামের বাচ্চাদের কাছে শুধু আরাধনা নয়, বরং এক চিলতে প্রেম আর ইনফ্যাচুয়েশনের সুযোগ। যা নিয়ে তাদের কাটাতে হতো গোটা একটা বছর। বিকেলের দিকে স্কুলে স্কুলে অনুষ্ঠান হতো। রবীন্দ্রসঙ্গীতের পাশাপাশি সেখানে চলত গিটারের টুংটাং। কেউ হয়তো স্টেজে ওঠার আগেই একবার গেটের দিকে তাকিয়ে নেয়, প্রিয় সেই দর্শকটা এসেছে তো? তারপর টুপ করে রাত নামে, ডেকোরেশনের ঝকমকি ভোরের আলোয় ম্লান হয়। আবার সেই কড়া অনুশাসনের পাঁচিল ওঠে দুটি স্কুলে, দুটি মনে। কিন্তু ওই একটা দিন সরস্বতী মায়ের আশীর্বাদে যেটুকু স্বাধীনতা আর প্রেমের ছোঁয়া পাওয়া যায়, সেটাই সারা বছরের অক্সিজেন হয়ে থেকে যায়।

রবীন্দ্র ভবনে ভাওয়াইয়া উৎসব

সম্প্রতি কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে হয়ে গেল দুইদিনব্যাপী ৩৭তম রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলার জেলাশাসক রাজু মিশ্র, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়, রাজ্য ভাওয়াইয়া উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং সংস্কৃতিপ্রেমীরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা ভাওয়াইয়া গানের ঐতিহ্য, ইতিহাস এবং উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতিতে এর প্রভাব নিয়ে আলোকপাত করেন। তাঁদের বক্তব্যে উঠে আসে, উত্তরবঙ্গের মানুষের জীবনধারায় ভাওয়াইয়ার গুরুত্বের কথা। এটি শুধু গান নয়, অনুভূতি এবং সংগ্রামের এক অনন্য প্রকাশ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর মঞ্চে পরিবেশিত হয় ভাওয়াইয়া গানের মনোমুগ্ধকর পরিবেশনা, যা দর্শকদের মুগ্ধ করে তোলে। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিযোগীরা ভাওয়াইয়া পরিবেশন করেন। এছাড়াও ভাওয়াইয়া সংস্কৃতির ইতিহাস ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উদ্যোক্তাদের কথায়, এই উৎসবের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে ভাওয়াইয়া গানকে আরও জনপ্রিয় করা এবং উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ও প্রসারিত করা তাদের মূল লক্ষ্য।

কবিতা

ব্ল্যাক আউট

অনির্বাণ বোস

নিরস্ত্র সৌরমন্ডলী মধ্যস্থ সূর্য
আগুন খেয়ে বসে আছে;
আমিও খেয়ে বসে আছি হলুদ কুসুম
মা পাখির বুকের কাছে
করুণ হয়ে আসা ঠান্ডা বাতাসে
হিরোর মতো চুল উড়ছে আমার ।

তোমায় কাছে টেনে নেওয়ার জন্যে দ্যাখো
বুকের মাংস, অক্টোপাসের মতো বেরিয়ে আসছে ।
স্বচ্ছ মনের জলে ভাসমান হংসের মতো
কাঁধে ঢেউ খেলিয়ে সিমেন্টের চাঁদ
ঘুরেছি গাঢ় নীল ছত্রাক বনে

সভ্যতার ফ্যানা উঠে এসেছে
তোমার আমার ঠোঁটের ঈষৎ ফাঁকে।
আর আমিও এসেছি, জলের ঋণ চোকাতে আসা
জলদস্যুর মতো; স্নিগ্ধ মাংসল পিরামিডে
শ্যামাপোকা বা বনবেড়াল হয়ে।

মাথুর

ইলোরা ভট্টাচার্য্য

মেঘ-বারান্দার ঝুলন্ত সকালে
রাত্রি নেমে আসে
হাসনুহানা চোখে জলজ-মগ্নতা,
অথই-ভাঙা প্রেম
সোচ্চারে জানান দিল লজ্জাহীন
বে-আব্রু স্বভাবে।

আরো একটুখানি অভিনয়-পটুতা
প্রয়োজনীয় জেনে
বৃন্দা-দূতি চাঁদ খলবলিয়ে হেসে
ডাকটিকিট সাঁটে
গুঁড়ো চন্দনের ঘ্রাণ-সিক্ত ঘন
হাওয়ার মলাটে।

শক অ্যাবজরভার

সায়ন্তন ধর

সব কথার উত্তর হয় না।
কখনও নীরবতাও উত্তর হতে পারে।

সংসার মোটরসাইকেলের মতো—
একসাথে চলতে চলতে,
কখনও পড়ে পাথরে, কখনও গর্তে,
কখনও বালু টেনে ধরে চাকাকে।
তখন একজন গর্জে ওঠে,
আর একজন, স্রেফ—
ঝাঁকুনিটা শুষে নেয় নিঃশব্দে।

সে জানে, পাল্টা ঝাঁকুনি দিলে
ভেঙে যেতে পারে ব্যালান্স,
লুটিয়ে পড়তে পারে
যাত্রাপথের মাঝপথে দুজনেই।

নিউটনের তৃতীয় সূত্র এখানে বিরাম চায়—
কারণ সংসার এক অভ্যন্তরীণ সমীকরণ,
যেখানে প্রতিক্রিয়া নয়, প্রত্যয়ের দরকার।

সব কথার পেছনে থাকে ক্লান্তি,
সব রাগের পেছনে অশ্রু।
কে যে বোঝে—
নীরবতা কখনও সর্বোচ্চ ভালোবাসা,
যা একটুও কম নয় প্রতিবাদের চেয়ে।

তাই যে সহ্য করে, সে দুর্বল নয়—
সে জানে, কিভাবে সংসারকে
ভেঙে না ফেলে— বাঁচিয়ে রাখতে হয়।

ইতিহাসের ধুলোমাখা রুদ্ধশ্বাস অ্যাডভেঞ্চার 'শের আফগানের তরবারি'

লেখক: শুভজিৎ ঘোষ
পর্যালোচনায় দেবাশীষ চক্রবর্তী

বই রিভিউ

বাঙালি পাঠকের কাছে থ্রিলার মানেই কি শুধু গোয়েন্দাগিরি? লেখক শুভজিৎ ঘোষ তাঁর নতুন বই 'শের আফগানের তরবারি'-র মাধ্যমে সেই ধারণাটি আমূল বদলে দিলেন। এটি কেবল একটি বই নয়, এটি একটি আন্তর্জাতিক মানের 'হিস্টোরিক্যাল থ্রিলার', যা বাংলা সাহিত্যকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে।

বইটির সবথেকে শক্তিশালী দিক হল এর কেন্দ্রীয় চরিত্র অধ্যাপক আরিন রায়। আরিন রায় শুধু একজন ইতিহাসবিদ নন, তিনি বুদ্ধিমত্তা এবং শারীরিক কৌশলের এক অনন্য সংমিশ্রণ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শান্ত অধ্যাপক যখন দরকার পড়লে 'কালারিপায়াত্তু'-র প্যাঁচে শত্রুকে ধরাশায়ী করেন, তখন পাঠক হিসেবে শিহরণ জাগতে বাধ্য। আরিনের এই 'অ্যাকশন ইন্টেলেকচুয়াল' ইমেজটি বাংলা সাহিত্যে খুব একটা দেখা যায় না। তিনি যেমন প্রাচীন এনক্রিপশন বা 'জ্যামিতিক তিলিস্ম' ডিকোড করতে পারেন, তেমনি সাবেক সিবিআই অফিসারের মতো ঠান্ডা মাথায় মোকাবিলা করেন আন্তর্জাতিক অপরাধী চক্র 'শ্যাডো'-র। আরিন রায় এখন একটি ব্র্যান্ড, যা সিরিজের পরবর্তী বইগুলোর জন্য পাঠকদের অধীর অপেক্ষায় রাখবে। লেখক শুভজিৎ ঘোষ বর্তমানে টেনেসিতে থাকলেও তাঁর কলম মিশে আছে বাংলার মাটিতে। এই বইটির পরতে পরতে তাঁর গভীর গবেষণার ছাপ স্পষ্ট। মুঘল আমলের শের আফগান বা নূরজাহানের ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাসকে তিনি যেভাবে আধুনিক ষড়যন্ত্রের সঙ্গে বুনেছেন, তা এক কথায় অনবদ্য। তাঁর লিখনশৈলীতে একটি 'সিনেম্যাটিক গ্রিপ' আছে, যা পাঠককে বর্ধমানের অন্ধকার সুড়ঙ্গ থেকে লন্ডনের ব্রিটিশ লাইব্রেরি পর্যন্ত অনায়াসে ঘুরিয়ে আনে।

গল্পের শুরু একটি নিলাম থেকে, যেখানে একটি প্রাচীন তরবারি ঘিরেই

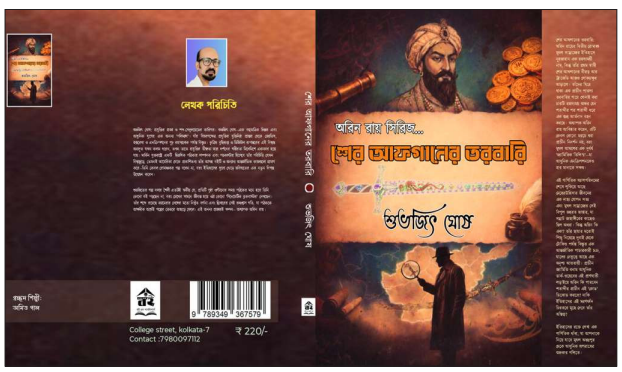

ঘনীভূত হয় রহস্য। ৪০০ বছর আগের মেহেরউন্নিসার এক না বলা প্রতিশোধের গল্প কীভাবে বর্তমান সময়ের এক ভয়ংকর মরণফাঁদ হয়ে দাঁড়ায়, তা লেখক খুব নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গল্পের গতি কোথাও থমকে নেই। প্রতিটি চ্যাপ্টারের শেষে এমন এক একটি 'ক্লিফহ্যাঙ্গার' রয়েছে যে বইটি একবার হাতে নিলে শেষ না করে ওঠা অসম্ভব।

নিজের চেনা ইতিহাসের মধ্যে আন্তর্জাতিক রোমাঞ্চ খুঁজতে চাইলে 'শের আফগানের তরবারি' আপনার জন্য মাস্ট-রিড। দুটি প্রথম সারির প্রকাশনী থেকে একসাথে অরিন রায়ের এই দ্বিতীয় অভিযানটি বের হওয়া বাংলা প্রকাশনা জগতে একটি বড় ঘটনা। এককথায়, 'শের আফগানের তরবারি' ইতিহাস এবং আধুনিক থ্রিলারের এক নিখুঁত কোলাজ।

সিতাইয়ের সভামঞ্চে ‘ভূতুড়ে’ ভোটার

নিজস্ব প্রতিবেদন

সিতাই : ভোটার কার্ড হারিয়ে যাওয়ার জেরে এক জীবিত মহিলাকে ভোটার তালিকায় ‘মৃত’ হিসেবে চিহ্নিত করার অভিযোগকে ঘিরে ফের উত্তাল কোচবিহার। গত ১৮ জানুয়ারি রবিবার ওই ‘ভুতুড়ে’ ভোটারকে সঙ্গে নিয়ে সিতাই ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের (বিডিও) দপ্তরে হাজির হন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ বসুনিয়া। সকলের সামনে ওই মহিলার পরিচয় প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি।

সাংসদের দাবি, যাঁকে ভোটার তালিকায় মৃত দেখানো হয়েছে, তিনি সম্পূর্ণ জীবিত। এদিন উপস্থিত সকলের সামনে ওই মহিলার হাতে মাইক তুলে দিয়ে সাংসদ বলেন, “নির্বাচন কমিশনারের এই দৃশ্য দেখা উচিত। যাঁকে ‘ভূত’ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, তিনিই নিজের পরিচয় দিচ্ছেন।”

এদিন সিতাই ব্লক অফিস চত্বরে বিএলও-দের বিক্ষোভ কর্মসূচি চলাকালীন ওই মহিলাকে হাজির করানো হয়। তাঁর নাম জোহরা বিবি, পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। অভিযোগ, প্রায় ছয় মাস আগে তাঁর ভোটার কার্ড হারিয়ে যায়। এরপর এসআইআর-এর খসড়া ভোটার তালিকায় তাঁকে ‘মৃত’ হিসেবে দেখানো হয়েছে।

তিনি আরও জানান, কাজের কারণে দীর্ঘদিন বাইরে থাকতে হয় তাঁকে। ভোটার কার্ড হারানোর পর হঠাৎই জানতে পারেন, ভোটার তালিকায় তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি নতুন ভোটার কার্ডের আবেদন করেছেন। প্রয়োজনে ২০০২ সালের তাঁর বাবার ভোটার তালিকার তথ্য দিতে রাজি তিনি।

সিতাই বিধানসভার অন্তর্গত সিতাই ব্লকের ব্রহ্মতর চাত্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা জোহরা বিবি নতুন করে ভোটার তালিকায় নাম তোলার জন্য এদিন সিতাই বিডিও দপ্তরে হাজির হন। ঘটনা প্রসঙ্গে সাংসদ জগদীশ বসুনিয়া বলেন, “অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভামঞ্চে ভূতুড়ে ভোটারের বিষয়টি গোটা রাজ্য দেখেছে। জীবিত মানুষদের মৃত ঘোষণা করা হচ্ছে। এই ঘটনার দায় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের। যাঁকে ভূত বলা হয়েছে, তাঁর হাতেই আজ মাইক তুলে দেওয়া হল। নির্বাচন কমিশনারের উচিত এই ভিডিও দেখা।” এদিকে দিনহাটা ২ ব্লকে বিএলও-দের গণ ইস্তফার পর এদিন সিতাই ব্লকেও গণ ইস্তফা দেন বিএলও-রা। তাঁদের অভিযোগ, বিদ্যালয় চলাকালীন একাধিক প্রাথমিক শিক্ষকের উপর বিএলও দায়িত্ব চাপানোয় পঠনপাঠনে মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। পাশাপাশি ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’র নামে সাধারণ ভোটারদের হয়রানির অভিযোগ উঠছে, যার জেরে বিএলও-দের সন্দেহের মুখে পড়তে হচ্ছে।

বিএলও-দের আরও অভিযোগ, লিখিত নির্দেশিকা না দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে নির্দেশ পাঠানো হচ্ছে। এই সহ একাধিক সমস্যার কথা তুলে ধরে এদিন সিতাই ব্লকের মোট ৯৯টি বুথের ৪০ জন বিএলও গণ ইস্তফা দেন।

নিকাশি সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার : সম্প্রতি কোচবিহার পূর্ত বিভাগের উদ্যোগে চাকির মোড় সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার দুই পাশে হাই ড্রেন নির্মাণ কাজের শুভ সূচনা হল। দীর্ঘদিন ধরেই জল নিকাশির সমস্যায় ভুগছেন স্থানীয়রা।

প্রায় ৩ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই হাই ড্রেন নির্মাণের কাজ করা হবে। কাজ সম্পূর্ণ হলে বর্ষাকালে জল জমার সমস্যা অনেকটাই কমবে এবং এলাকার মানুষের দৈনন্দিন চলাচলে উল্লেখযোগ্য সুবিধা মিলবে। পাশাপাশি, ড্রেন নির্মাণ শেষ হওয়ার পর খুব শীঘ্রই ওই এলাকায় নতুন রাস্তা নির্মাণ কাজেরও সূচনা হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা।

এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য তথা ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অভিজিৎ দে ভৌমিক, ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর দিলীপ সাহা, ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, ডিপিএসসি চেয়ারম্যান সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ায় খুশি স্থানীয়মহল।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: গত ১৭ জানুয়ারি শনিবার সকালে কোচবিহারের দিনহাটা থানার গোসানিমারি জঙ্গলে ফুল তুলতে গিয়ে বিদ্যুতের লাইনের সংস্পর্শে এসে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এক যুবক। তাঁকে গোসানিমারি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে তাঁকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

তামাগুড়িতে রাস্তার শিলান্যাস

নিজস্ব প্রতিবেদন

সিতাই : স্থানীয় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আরও এক ধাপ এগোল সিতাই ব্লক। গত ২১ জানুয়ারি বুধবার সিতাই ব্লকের তামাগুড়ি এলাকায় নতুন একটি পাকা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক শুভ সূচনা করেন সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া।

ব্রহ্মত্তর চাত্রা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত তামাগুড়ি এলাকায় নির্মিত হতে চলা এই রাস্তা সুশীল রায় সরকারের বাড়ি থেকে শুরু হয়ে অন্দরান সিঙ্গিমারী ছড়ার পাড় ঘেঁষে তামাগুড়ি এসএসকে স্কুল পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।

এই নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকার মোট ১ কোটি ৮৭ লক্ষ ৮২ হাজার ৪২ টাকা বরাদ্দ করেছে। এ বিষয়ে সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া বলেন, “এই রাস্তা হলে এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ঘটবে। বিশেষ করে স্কুল ছাত্রছাত্রী, কৃষক ও সাধারণ মানুষের যাতায়াতের সুবিধা হবে। কৃষিপণ্য পরিবহণ সহজ হবে।”

সাগরদিঘি চত্বরে সাফাই

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার : শহরের সৌন্দর্যায়ন ও পথচলতি সাধারণ মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যের লক্ষ্যে কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী সাগরদিঘি চত্বরে ব্যাপক সাফাই অভিযান শুরু করল কোচবিহার পৌরসভা। শহরের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত এই এলাকার চারপাশ দীর্ঘদিন ধরে লতা-পাতা ও আগাছায় ভরে উঠেছিল। এর ফলে একদিকে যেমন এলাকার নান্দনিক সৌন্দর্য ব্যাহত হচ্ছিল, তেমনই সাধারণ মানুষের চলাচলেও সমস্যা তৈরি হচ্ছিল।

এই পরিস্থিতির পরিবর্তনে গত ২১ জানুয়ারি বুধবার পৌরসভার তরফে সাগরদিঘি সংলগ্ন এলাকাজুড়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ শুরু হয়। অভিযানে আগাছা কাটা, ঝোপঝাড় পরিষ্কার করা এবং জমে থাকা আবর্জনা সরানোর কাজ করা হয়। পৌরসভার সাফাই কর্মীদের একটি দল এই কাজে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়।

পর্যটন ও ঐতিহ্যের শহর কোচবিহারের সৌন্দর্য রক্ষায় ভবিষ্যতেও এ ধরনের উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন পৌর কর্তৃপক্ষ।

সমাজসেবায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি রাজার

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার : দীর্ঘদিন ধরে সমাজসেবার সঙ্গে যুক্ত থাকার স্বীকৃতিস্বরূপ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষ থেকে পাঠানো চিঠি ও উপহার নিয়ে কোচবিহারের বিশিষ্ট সমাজসেবক রাজা বৈদ্যের বাড়িতে পৌঁছালেন কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া।

সম্প্রতি কোচবিহার শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে, ভারত ক্লাব সংলগ্ন রাজা বৈদ্যের বাসভবনে এই সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া উত্তরীয়, মুখ্যমন্ত্রীর পাঠানো চিঠি ও উপহার রাজা বৈদ্যের হাতে তুলে দিয়ে তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মানিত করেন।

ছোটবেলা থেকেই সমাজসেবামূলক কাজে যুক্ত রাজা বৈদ্য। তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশন গত ১২–১৩ বছর ধরে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় নিরলসভাবে রক্তদান ও মানবসেবামূলক কাজ করে চলেছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত প্রায় ৩২ থেকে ৩৩ হাজার ইউনিট রক্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। প্রতি মাসে ৬ থেকে ৭টি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। পাশাপাশি একটি সুসংগঠিত ডোনার ডেটা ব্যাংকের মাধ্যমে মুমূর্ষ রোগীদের দ্রুত রক্তের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। রক্তদান কর্মসূচির পাশাপাশি সংগঠনটি প্রতিবছর বিভিন্ন জেলায় ‘রক্তিম বাইক যাত্রা’, বিডিও পাঠশালা, ফুড এটিএম পরিষেবা এবং নানান সমাজসচেতনতামূলক কর্মসূচিও পরিচালনা করে আসছে। সম্প্রতি ডুয়ার্সে আয়োজিত সান্ধ্যকালীন রক্তদান শিবিরের জন্য ডুয়ার্স উৎসব কমিটির পক্ষ থেকেও সম্মাননা পেয়েছে এই সংগঠন।

মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া সম্মাননা প্রসঙ্গে রাজা বৈদ্য বলেন, “রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এই স্বীকৃতি আমাদের আগামী দিনে আরও বৃহৎ পরিসরে সমাজসেবার কাজে এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা জোগাবে। এই সম্মান আমি আমাদের ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশনের প্রতিটি সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকের উদ্দ্যেশ্যে উৎসর্গ করছি।” পাশাপাশি তিনি কোচবিহারের সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়াকে কৃতজ্ঞতা জানান।

অন্যদিকে, সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া বলেন, “সমাজসেবার নিরিখে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দেওয়া এই সম্মাননা রাজা বৈদ্যের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা গর্বিত। ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশন যেভাবে মানবসেবায় নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে, আমরা সবসময় তাঁদের পাশে থাকব। ভবিষ্যতে ওরা আরও ভালো সমাজকল্যাণমূলক কাজ করুক, এটাই আমাদের কামনা।”

ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বাধা, নিশানায় শাসকদল

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার : হিন্দু ঐক্য পরিচালন সমিতির একটি অনুষ্ঠানে বাধা দেওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে গত ১৫ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার কোচবিহার শহরে চাঞ্চল্য ছড়ায়। সংগঠনের অভিযোগের তির উঠেছে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে। যদিও তৃণমূল নেতৃত্ব এই অভিযোগ সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছে।

ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের শিক্ষকপল্লী মাঠে। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই সেখানে হিন্দু ঐক্য পরিচালন সমিতির একটি সাংগঠনিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান শুরু হয়। সংগঠনের দাবি, অনুষ্ঠান শুরুর কিছুক্ষণ পর স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কয়েকজন কর্মী ও সমর্থক ঘটনাস্থলে এসে বাধা দেন।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই মাঠে অনুষ্ঠান করার জন্য আগেই কোচবিহার কোতোয়ালি থানায় প্রয়োজনীয় ইন্টিমেশন দেওয়া হয়েছিল। মাইকিংয়ের মাধ্যমে এলাকাবাসীকেও অনুষ্ঠান সম্পর্কে অবহিত করা হয়। সমস্ত নিয়ম মেনেই অনুষ্ঠান শুরু করা হয়েছিল।

তবে অভিযোগ, অনুষ্ঠান চলাকালীন তৃণমূলের কিছু কর্মী-সমর্থক সেখানে এসে বচসায় জড়িয়ে পড়েন এবং অনুষ্ঠান বন্ধ করার চেষ্টা করেন। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সংগঠনের পক্ষ থেকে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পরে কোচবিহার কোতোয়ালি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

অন্যদিকে, স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কর্মী-সমর্থকরা এই অভিযোগকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, রাতের অন্ধকারে একটি প্যান্ডেল তৈরি করে অনুষ্ঠান করা হচ্ছিল, যার ফলে একটি মন্দির ঢেকে যায়। এই বিষয়টি নিয়েই বচসার সূত্রপাত ঘটে।

ফুলহর নদীতে ঠাঁই পেল রসিকবিলের ঘড়িয়াল

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার : বন্যপ্রাণ সংরক্ষণে আরও এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। কোচবিহারের রসিকবিল মিনি-জু থেকে দশটি ঘড়িয়াল শাবককে মালদার ফুলহর নদীতে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বন দপ্তর সূত্রে খবর, গঙ্গার শাখা নদী ফুলহরেই প্রাকৃতিক পরিবেশে পুনর্বাসন করা হবে এই ঘড়িয়াল শাবকগুলির।

রসিকবিল মিনি-জু-তে অবস্থিত ঘড়িয়ালদের কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রে দুই দফায় একসঙ্গে একাধিক ঘড়িয়ালের জন্ম হয়। জু অথরিটির পরামর্শ অনুযায়ী, প্রায় দু’বছর বয়সী দশটি ঘড়িয়াল শাবককে প্রাকৃতিক জলাশয়ে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইতিমধ্যেই প্রতিটি শাবকের ট্যাগিং সম্পন্ন হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে তাদের সহজে শনাক্ত ও পর্যবেক্ষণ করা যায়। ফুলহরের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়ার আগে শাবকগুলির সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন পশু চিকিৎসকেরা। পরীক্ষায় সবক’টি শাবক সুস্থ ও স্বাভাবিক রয়েছে বলে নিশ্চিত করার পরেই পরিবহণের অনুমতি দেওয়া হয়। জু অথরিটির নির্দেশ মেনে, শাবকদের সঙ্গে একজন পশু চিকিৎসক ছাড়াও বন দপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন।

নিরাপত্তা ও দ্রুত পরিবহণের জন্য একটি পিকআপ ভ্যানে গ্রিন করিডোর করে শাবকগুলিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এ বিষয়ে আগাম সতর্কতা হিসেবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পুলিশ সুপারদের চিঠি পাঠিয়েছে বন দপ্তর। কোচবিহার বন বিভাগের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় জানান, “জু অথরিটির নির্দেশ অনুযায়ী এই ১০টি ঘড়িয়াল শাবককে তাদের স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এটি ঘড়িয়াল সংরক্ষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।”

যোগাসনে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন মনিত

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: সম্প্রতি হুগলির ভদ্রেশ্বরে অনুষ্ঠিত ৬৪তম রাজ্য যোগাসন প্রতিযোগিতায় নজির গড়ল দিনহাটার খুদে মনিত বর্মন। টানা দ্বিতীয়বার রাজ্যসেরা হয়ে তাক লাগিয়ে দিল শহরের ক্রীড়ামহলে। ৬-১০ বছর বয়সের ছেলেদের রিদিমিক যোগাসন বিভাগে প্রথম হয়েছে মনিত। পাশাপাশি পেয়ার যোগাসন বিভাগেও জুটি বেঁধে জাগৃতি আচার্যের সঙ্গে রাজ্য রানার্স হয়েছে সে। এই প্রতিযোগিতায় রাজ্যের ১৮টি জেলা থেকে প্রায় ৯০ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। গত বছরও মনিত রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এবছর পুনরায় এই কৃতিত্ব অর্জন করে পরপর দু'বছর রাজ্যসেরা হওয়ার গৌরব পেল সে।

মেয়েদের বিভাগে ৬-১০ বছর বয়সী মাহেশ্রী দেব ও মেঘলা রায় বর্মন চতুর্থ হয়েছে। কোচবিহার জেলার মোট ২৫ জন প্রতিযোগী এই রাজ্য প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করেছে। দিনহাটার মহামায়া পাট ব্যায়াম বিদ্যালয়ের সভাপতি দিলীপ কুমার দে এবং সচিব বিভু রঞ্জন সাহা জানান,"ছেলেমেয়েদের এই সাফল্যে আমরা খুব খুশি। তারা ফিরে এলে সকলকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে।"

আন্তঃবিদ্যালয় ভলিবল

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: জেলা ক্রীড়া সংস্থার আয়োজনে গত ১৬ জানুয়ারি শুক্রবার কোচবিহার রাজবাড়ি স্টেডিয়ামে হয়ে গেল জেলা আন্তঃবিদ্যালয় ভলিবল প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় জেলার মোট ২১টি বিদ্যালয় অংশগ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ১৫টি বালক দল এবং ৬টি বালিকা দল তাদের দক্ষতা প্রদর্শন করেছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থা জানিয়েছে, বিদ্যালয় পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়ানো এবং ভবিষ্যতের ক্রীড়া প্রতিভা চিহ্নিত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। সারাদিনব্যাপী চলা এই প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন স্কুলের দলগুলোর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই লক্ষ্য করা যায়। খেলোয়াড়দের উদ্দীপনা এবং দর্শকদের উৎসাহ স্টেডিয়ামের পরিবেশকে প্রাণবন্ত করে তোলে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বর্তমান প্রজন্মকে মোবাইল ও ঘরকেন্দ্রিক জীবনধারার বাইরে বের করে মাঠমুখী করা এই প্রতিযোগিতার প্রধান উদ্দেশ্য। খেলাধুলার মাধ্যমে শারীরিক সুস্থতার পাশাপাশি শৃঙ্খলা, দলগত মনোভাব এবং নেতৃত্বের গুণাবলি গড়ে ওঠে। ভলিবল বিভাগের সম্পাদক জহর রায় জানান, "বিদ্যালয় পর্যায়ে নিয়মিত প্রতিযোগিতা চালু থাকলে ভবিষ্যতে জেলা ও রাজ্য স্তরে ভালো খেলোয়াড় তৈরি হবে। ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতেই এই ধরনের প্রতিযোগিতা আয়োজন করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে এই উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।"

আয়োজকদের আশা, এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিভাবান ভলিবল খেলোয়াড়দের চিহ্নিত করা সম্ভব হবে এবং তারা আগামী দিনে জেলা ও রাজ্যের ক্রীড়ার মান উন্নত করবে।

জিতল রাইডার্স ও ডায়নামাইটস

নিজস্ব প্রতিবেদন

দেওয়ানহাট: গত ১৮ জানুয়ারি রবিবার দেওয়ানহাট প্রিমিয়ার লিগে প্রথম ম্যাচে ডায়নামাইটস ৪ রানে অযোধ্যা ইলেভেনকে পরাজিত করে। ডায়নামাইটস ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৯০ রান তোলে। ১৯ রান করে ম্যাচের সেরা হন দেবাশিস চন্দর। জবাবে অযোধ্যা ইলেভেন ৮৬ রানে অলআউট হয়ে যায়।

দ্বিতীয় ম্যাচে অ্যাগ্রেসিভ রাইডার্স ৭ উইকেটে সরকার লায়ন্সকে হারায়। লায়ন্স প্রথমে ব্যাট করে ৯ উইকেটে মাত্র ৬১ রান সংগ্রহ করে। উদয় দেব ৩ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হন। জবাবে রাইডার্স ৭.২ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে জয় নিশ্চিত করে।

তৃতীয় ম্যাচে ড্যাশিং ইলেভেন ৬ রানে রুথলেস স্ট্রাইকার্সকে পরাজিত করে। ড্যাশিং প্রথমে ৭ উইকেটে ১১৩ রান তোলে। অর্ক পণ্ডিতের ৭২ রান করে ম্যাচের সেরা হন। জবাবে রুথলেস স্ট্রাইকার্স ১০৭ রানে থেমে যায়।

দিনের শেষ ম্যাচে ইমপ্যাক্ট ইগনাইটার্স ১১ রানে নাইট রাইডার্সকে হারায়। ইগনাইটার্স প্রথমে ৯ উইকেটে ৮৩ রান তোলে। নাইট রাইডার্স ৭২ রানে গুটিয়ে যায়। ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হন রাজর্ষি রায়।

সন্দীপ ট্রফিতে সেরা স্বপন

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: গত ১৫ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার সন্দীপ অটো লাইন চ্যাম্পিয়ন ট্রফি সিনিয়র প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের ম্যাচে জয় অর্জন করেছে কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাব।

এদিনের ম্যাচে টসে জিতে প্রথমে ঘোষপাড়া ইউথ ক্লাব ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাট করতে নেমে কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাব নির্ধারিত ৪০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ২১৩ রান সংগ্রহ করে। দলের হয়ে স্বপন বর্মণ দুর্দান্ত ব্যাটিং করেন। মাত্র ১১৫ বলে ৮৯ রানের ঝকঝকে ইনিংস খেলেন তিনি। ঘোষপাড়া ইউথ ক্লাবের বোলারদের মধ্যে অমিত চন্দের পারফরম্যান্স বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ৬ ওভারে তিনি ৪০ রান দিয়ে ২টি উইকেট নিয়েছেন।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে ঘোষপাড়া ইউথ ক্লাব বড় চাপে পড়ে যায়। কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাবের নিয়ন্ত্রিত আক্রমণের সামনে তারা মাত্র ১৮.১ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ৫৮ রানে অলআউট হয়। দলের পক্ষে সর্বাধিক ২৫ রান করেন প্রিয়দর্শী রায়। কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে এক বোলার দুর্দান্ত স্পেল উপহার দেন। ৩ ওভার বোলিং করে ২টি মেডেন সহ মাত্র ১ রান খরচ করে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন, যা ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। ফলে কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাব বিশাল ১৫৫ রানের ব্যবধানে জয় তুলে নেয়। দুর্দান্ত ৮৯ রানের ইনিংসের জন্য ম্যান অফ দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন স্বপন বর্মণ।

ক্রীড়াবিদ অজিতকে মুখ্যমন্ত্রীর সম্মাননা

নিজস্ব প্রতিবেদন

দিনহাটা: দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে নিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত থাকার স্বীকৃতি স্বরূপ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো শুভেচ্ছাপত্র ও উপহার তুলে দেওয়া হল ক্রীড়াবিদ অজিত বর্মণের হাতে।

গত ১৮ জানুয়ারি রবিবার দিনহাটার ওকরাবাড়িতে তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হয়ে সিতাইয়ের বিধায়ক সংগীতা রায় মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে উত্তরীয়, শুভেচ্ছাপত্র ও উপহার প্রদান করে তাঁকে সম্মাননা জানান। এদিন বিধায়ক সংগীতা রায় রাজ্যের ক্রীড়াঙ্গনে অজিত বর্মনের দীর্ঘদিনের অবদান, নিষ্ঠা ও নিরলস পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, অজিতের মতো ক্রীড়াবিদরা নতুন প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকেন এবং রাজ্যের ক্রীড়া সংস্কৃতিকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন।

এদিনের এই সম্মাননা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পরিষদের বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ নুর আলম হোসেন সহ স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতা ও কর্মী।

চ্যাম্পিয়ন নাট্য সংঘ

নিজস্ব প্রতিবেদন

দেওয়ানহাট : গত ১৮ জানুয়ারি রবিবার জিরানপুর ইয়ং স্টার ক্লাবের আয়োজিত ৮ দলীয় ভলিবল প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কোচবিহার নাট্য সংঘ। ফাইনালে তারা ২০-১৩, ১৮-২০, ২০-১৯ পয়েন্টে শালডাঙ্গা সুপার সিক্সকে পরাজিত করে। ম্যাচের সেরা নাট্য সংঘের রবিজিৎ বর্মন এবং প্রতিযোগিতার সেরা শালডাঙ্গা সুপার সিক্সের খুরশিদ আলম।

সকালে ইয়ং স্টার ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত জুনিয়রদের রোড রেসে প্রথম হন মিরাজ মণ্ডল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যথাক্রমে আলামিন হোসেন এবং আকাশ সরকার। সিনিয়রদের ২ কিমি রোড রেসে প্রথম শুভজিৎ সরকার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধনঞ্জয় বর্মন এবং অমিত বর্মন।

সেরা বোঞ্জার ইন্টারন্যাশনাল

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার : সম্প্রতি জেলা ক্রীড়া সংস্থার ৮ দলীয় অনূর্ধ্ব-১৫ অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে সেরার সেরা হল বোঞ্জার ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। ১০ উইকেটে তারা চিলাখানা অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। পুন্ডিবাড়িতে উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নামে চিলাখানা অ্যাকাডেমি। মাত্র ২০ ওভারে ৫০ রানেই তাদের হার নিশ্চিত হয়। সৌম্যদীপ সাহা সর্বোচ্চ ১৭ রান করেন। ১৩ রানে ৪টি উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা দেবব্রত রায়। পাল্টা ৯.২ ওভারে বিনা উইকেটে ৫১ রান তুলে নেয় বোঞ্জার। হর্ষ গুহ ২৮ রানে অপরাজিত থেকে দলের জয় নিশ্চিত করেন।

জয়ী ক্লাব 'এ'

নিজস্ব প্রতিবেদন

হলদিবাড়ি: সম্প্রতি হলদিবাড়ি টাউন ক্লাবের চার দলীয় অনূর্ধ্ব-১৪ ক্রিকেটের ফাইনালে ৪ উইকেটে টাউন ক্লাব 'বি' দলকে হারিয়ে জিতল টাউন ক্লাব 'এ' দল। টসে হেরে দল 'বি' ২০ ওভারে ৮১ রান তোলে। রাজদীপ দাস ২০ রানে নেন ৪ উইকেট। জবাবে 'এ' দল ১৩ ওভারে ৬ উইকেট ৮২ রান করে। ৩৪ রান তুলে ফাইনালে ম্যাচের সেরা হন রুদ্রজিৎ বণিক।

মিতালির জয়

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: জেলা ক্রীড়া সংস্থার ২২ দলীয় প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মিতালি সংঘ ৪ রানে হারিয়েছে দিনহাটা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থাকে। প্রথমে ব্যাট করে মিতালি ১৬৪ রান তোলে। জবাবে দিনহাটা ১৬০ রানে অল-আউট হয়। ৩৯ রান ও ২ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হয়েছেন মিতালির সৌরভ দাস।

জয়ী শিবশংকর

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার : জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত অনূর্ধ্ব-১৫ অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে সহজ জয় পেল শিবশংকর পাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। বুধবার উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে তারা ৮ উইকেটে মাথাভাঙ্গা ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে হারায়। টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিং করার সিদ্ধান্ত নেয় মাথাভাঙ্গা। তবে শিবশংকর পাল অ্যাকাডেমির বোলারদের দাপটে ২৮ ওভারে ১২৫ রানেই গুটিয়ে যায় তাদের ইনিংস। দলের হয়ে শুভ বর্মন সর্বোচ্চ ৩৩ রান করেন। বল হাতে ১৯ রানে ২ উইকেট নেয় শুভায়ন বসু। বিধ্বংসী ৮০ রানের ইনিংস খেলে দলকে জেতান।

শিশুদের হুল্লোরে মাতল এমজেএন স্টেডিয়াম

নিজস্ব প্রতিবেদন

কোচবিহার: বর্তমান প্রতিযোগিতার বিশ্বে পুঁথিগত শিক্ষার পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষতা বাড়াতে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও অনুষ্ঠিত হল কোচবিহার শ্রী অরবিন্দ পাঠভবনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ঐতিহ্যবাহী এম.জে. এন স্টেডিয়ামে গত ১৯ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া এই তিন দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজন বুধবার, ২১ জানুয়ারি এক আনন্দঘন পরিবেশের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বিদ্যালয়ের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। তিন দিনব্যাপী এই প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের প্রায় ১২০০ জন শিক্ষার্থী অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। উদ্বোধনী পর্বে শিক্ষার্থীদের সুশৃঙ্খল মার্চ পাস্ট এবং চিত্তাকর্ষক পিরামিড প্রদর্শন গ্যালারিতে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। শিক্ষার্থীদের শারীরিক দক্ষতা, ধৈর্য ও দলগত সংহতির এক অনন্য নজির দেখা যায় এই প্রদর্শনীতে।

প্রতিযোগিতার মূল পর্বে ছিল ১০০ মিটার দৌড়, অঙ্ক কষে দৌড় এবং ব্যালেন্স রেসের মতো নানা বৈচিত্র্যময় খেলা। খুদে পড়ুয়া থেকে শুরু করে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে জয়ের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব পুরো স্টেডিয়াম জুড়ে এক উৎসবমুখর আবহাওয়া তৈরি করে। খেলাধুলার পাশাপাশি আয়োজিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। শিক্ষার্থীদের নৃত্য ও সংগীত পরিবেশনা অনুষ্ঠানটিতে এক ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।

সমাপ্তি লগ্নে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে খেলাধুলা ও সংস্কৃতির কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষক-শিক্ষিকা, অভিভাবক এবং অশিক্ষক কর্মচারীদের মিলিত প্রচেষ্টায় এই আয়োজন অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। এম.জে.এন স্টেডিয়ামে শিক্ষার্থীদের এই মেলা কেবল একটি প্রতিযোগিতা নয়, বরং পারস্পরিক সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।

ভারতের ‘কৌণ্ডিন্য’ পৌঁছাল ওমানে

কলকাতা : ভারতীয় নৌবাহিনীর ঐতিহ্যবাহী পালতোলা জাহাজ আইএনএসভি কৌণ্ডিন্য একটি চ্যালেঞ্জিং ১৭ দিনের সমুদ্রযাত্রা শেষে ১৪ জানুয়ারি ওমানের মাস্কাটে পৌঁছেছে। প্রাচীন জাহাজ নির্মাণ কৌশল ব্যবহার করে নির্মিত এই দেশীয় জাহাজটি ২০২২ সালের ২৯ ডিসেম্বর গুজরাটের পোরবন্দর থেকে যাত্রা শুরু করেছিল। এই যাত্রা ভারতের সামুদ্রিক কূটনীতিকে শক্তিশালী করতে এবং এর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এই উপলক্ষে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আনন্দ প্রকাশ করে জানিয়েছে, জাহাজটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দূরদৃষ্টির প্রতীক, যা ভারতের দেশীয় সামুদ্রিক জ্ঞান, কারুশিল্প এবং টেকসই অনুশীলনের প্রদর্শন করে।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ লিখেছেন, “প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পরিকল্পনায় নির্মিত এই ঐতিহ্যবাহী উপায়ে বানানো পালতোলা জাহাজটি ভারত ও ওমানের মধ্যে ৫০০০ বছরের সামুদ্রিক, সাংস্কৃতিক এবং সভ্যতার সম্পর্কের এক শক্তিশালী প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই উদ্যোগকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে বন্দর, নৌপরিবহন এবং জলপথ মন্ত্রী শ্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল এবং ওমানের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।”

কৌণ্ডিন্য জাহাজটি অজন্তা গুহার দেয়ালচিত্রে অঙ্কিত পঞ্চম শতাব্দীর একটি জাহাজের অনুপ্রেরণায় নির্মিত। এটি আধুনিক পেরেক বা ধাতব হুকের ব্যবহার ছাড়াই তৈরি হয়েছে; পরিবর্তে, কাঠের তক্তাগুলো দড়ি এবং সুতো দিয়ে সেলাই করে জোড়া লাগানো হয়েছে। জাহাজটির নামকরণ করা হয়েছে কিংবদন্তি প্রাচীন ভারতীয় নাবিক কৌণ্ডিন্যের নামে। জাহাজটিতে বিশ্রামের জন্য কোনও কেবিন নেই, নেই কোনও ইঞ্জিন ও জিপিএস। সমুদ্রযাত্রার সময় সকল ক্রু সদস্যরা বা নাবিকরা স্লিপিং ব্যাগে ঘুমোতেন। আর বর্গাকার সুতির পাল এবং বৈঠার সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে বায়ুশক্তির উপর নির্ভর করে জাহাজটি চলে। জাহাজে বিদ্যুৎ নেই। সতর্কতা জারি করতে নাবিকরা মাথায় পরা হেডল্যাম্প ব্যবহার করতেন।

মোট ১৬ জন সদস্য দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় এই জাহাজে ছিলেন এবং শুকনো খাবার, খিচুড়ি ও আচার খেয়ে দিন কাটিয়েছেন।

জেএলএল-এর সঙ্গে যুক্ত হল ভারতক্লাউড

কলকাতা : ভারতের অন্যতম প্রধান ক্লাউড পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা ‘ভারৎক্লাউড’ দেশে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-রেডি ‘সভেরেন ক্লাউড’ পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বখ্যাত রিয়েল এস্টেট এবং বিনিয়োগ পরামর্শদাতা সংস্থা জেএলএল-কে তাদের উপদেষ্টা অংশীদার হিসেবে নিযুক্ত করেছে। আগামী পাঁচ বছরে ভারতক্লাউড এই প্রকল্পে প্রায় ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে।

এই কৌশলগত চুক্তির অধীনে জেএলএল ভারতক্লাউডকে উপযুক্ত সাইট শনাক্তকরণ, ডিজাইনের পরামর্শ এবং পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশনে সাহায্য করবে। মুম্বই, হায়দ্রাবাদ, বেঙ্গালুরু, দিল্লি এনসিআর এবং কলকাতার মতো মেট্রো শহরগুলোর পাশাপাশি ভাইজাগ, আহমেদাবাদ, জয়পুর এবং কোচির মতো টিয়ার-২ ও টিয়ার-৩ শহরগুলোতেও এই বিশ্বমানের ক্লাউড পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। এর ফলে ভারতে প্রথমবারের মতো একটি পূর্ণাঙ্গ ‘ডিজিটাল ট্রায়াঙ্গেল’ তৈরি হবে, যা ব্যবসা-বাণিজ্যের ডিজিটাল সংযোগের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে।

ভারতক্লাউডের সহ-প্রতিষ্ঠাতা পদ্মা রেড্ডি সামা বলেন, “জেএলএল-এর সঙ্গে এই অংশীদারিত্ব ভারতের নিজস্ব এআই ক্লাউড পরিকাঠামো তৈরির পথে একটি মাইলফলক। আমরা প্রতিটি মেট্রো শহরে অন্তত দুটি করে এআই-চালিত ক্লাউড সেন্টার তৈরি করব, যা ভারতের ডেটা সভেরেনেটি ও নিরাপত্তার শর্তাবলী মেনে চলবে।”

জেএলএল-এর এপিএসি লিড রচিত মোহন জানান, ভারতের ডেটা সেন্টার বাজার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২৫ সালের ১.২৫ গিগাওয়াট ক্ষমতা ২০৩৫ সালের মধ্যে ১০.৫ গিগাওয়াটে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ৫জি এবং সরকারি ডিজিটাল উদ্যোগের ফলে ভারত বিশ্বব্যাপী ক্লাউড ইকোসিস্টেমের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। ভারতক্লাউড এই প্রকল্পে নবায়নযোগ্য শক্তি এবং গ্রিন বিল্ডিং মানদণ্ড মেনে টেকসই উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

কলকাতায় ‘লার্ন সাউথ আফ্রিকা’ ওয়ার্কশপ

কলকাতা : ভারতের ভ্রমণ পিপাসু মানুষদের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে ‘লার্ন সাউথ আফ্রিকা’ নামে একটি বিশেষ ওয়ার্কশপ সিরিজ শুরু করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা ট্রাভেল বোর্ড। গত ১৬ জানুয়ারি কলকাতায় এই মাল্টি-সিটি ওয়ার্কশপের প্রথম ধাপটি অত্যন্ত সফলভাবে আয়োজিত হয়। এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হল কলকাতার মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর ট্রাভেল এজেন্ট এবং পর্যটন ব্যবসায়ীদের দক্ষিণ আফ্রিকার বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি, রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চার এবং কেপটাউন বা জোহানেসবার্গের বাইরেও নতুন নতুন পর্যটন কেন্দ্রগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেওয়া। কলকাতা বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাজার হয়ে উঠেছে, যেখানে কর্পোরেট এবং সাধারণ পর্যটকদের মধ্যে বিদেশের মাটিতে নতুন অভিজ্ঞতার সন্ধানে ভ্রমণের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। দক্ষিণ আফ্রিকা ট্রাভেল বোর্ডের এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলের জেনারেল ম্যানেজার মিস্টার গকোবানি মানকোতিওয়া কলকাতার দর্শকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে জানান যে, এই শহরের পর্যটকরা সাধারণত অর্থপূর্ণ এবং বৈচিত্র্যময় ছুটি কাটাতে পছন্দ করেন। বিশেষ করে বন্যপ্রাণী, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ঐতিহ্যবাহী খাবার এবং বিলাসবহুল ভ্রমণের প্রতি কলকাতার মানুষের আগ্রহ বেশ লক্ষ্যণীয়। এই কর্মশালার মাধ্যমে স্থানীয় ট্রাভেল এজেন্টদের এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা পর্যটকদের পছন্দ অনুযায়ী সেরা ভ্রমণ পরিকল্পনা বা আইটিনারি তৈরি করে দিতে পারেন। পর্যটন বোর্ড আশাবাদী, আগামী দিনে এই শহর থেকে আরও বেশি মানুষ দক্ষিণ আফ্রিকার সৌন্দর্য উপভোগ করতে সেখানে পাড়ি দেবেন। লখনউতে আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি এই কর্মশালা সিরিজটি শেষ হবে।

‘চেতক সি২৫’ লঞ্চ বাজাজ অটোর

কলকাতা : বিশ্বের অন্যতম মূল্যবান টু-হুইলার ও থ্রি-হুইলার প্রস্তুতকারক সংস্থা বাজাজ অটো লিমিটেড, আজ তাদের চেতক পোর্টফোলিওতে নতুন সংযোজন হিসেবে স্টাইলিশ ও আধুনিক ‘চেতক সি২৫’ লঞ্চ করার কথা ঘোষণা করেছে। এর এক্স-শোরুম মূল্য (দিল্লি) ধার্য করা হয়েছে ৯১,৩৯৯ টাকা। নতুন প্রজন্মের শহুরে গ্রাহকদের কথা মাথায় রেখে তৈরি এই স্কুটারটি ডিজাইন চেতকের সিগনেচার মেটাল বডির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

চেতক সি২৫ প্রিমিয়াম স্থায়িত্ব এবং সহজ যাতায়াতের এক অনন্য মেলবন্ধন। এতে রয়েছে একটি ২.৫ কিলোওয়াট ব্যাটারি, যা এক চার্জে ১১৩ কিমি পর্যন্ত রেঞ্জ এবং ঘণ্টায় ৫৫ কিমি সর্বোচ্চ গতিবেগ প্রদান করে। শহরের ব্যস্ত রাস্তার উপযোগী করে তৈরি এই স্কুটারটি ওজনে হালকা এবং মাত্র ২.২৫ ঘণ্টায় ৮০% চার্জ হয়। চেতক C25-এর প্রধান বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল এর নিও-ক্লাসিক ডিজাইনের প্রিমিয়াম মেটাল বডি এবং জয়েন্ট-মুক্ত মনো-বডি কনস্ট্রাকশন। এই স্কুটারে কেনাকাটা বা দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য রয়েছে ২৫ লিটারের বিশাল বুট স্পেস এবং যানজটে সহজে চলাচলের জন্য কমপ্যাক্ট ডিজাইন। এছাড়া রয়েছে কালার এলসিডি ডিসপ্লে, হিল হোল্ড অ্যাসিস্ট, ‘গাইড মি হোম’ লাইটিং এবং ডিস্ক ব্রেক।

স্ট্রিট-আর্ট দ্বারা অনুপ্রাণিত গ্রাফিক্স সহ এই স্কুটার মোট ছয়টি আকর্ষণীয় রঙে পাওয়া যাচ্ছে। বর্তমানে সমস্ত চেতক স্টোরে এই ৩০ ও ৩৫ সিরিজের পোর্টফোলিও উপলব্ধ রয়েছে। বাজাজ অটো লিমিটেড-এর আরবানাইট বিজনেসের প্রেসিডেন্ট এরিক ভাস বলেন, “শহুরে রাস্তায় চলাফেরা ও ছোট-খাট সফরের জন্য এই চেতক একদম উপযোগী।”

পশ্চিমবঙ্গে লঞ্চ ‘টিভিএস অরবিটার’

শিলিগুড়ি : বিশ্বের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় দুই ও তিন-চাকার বাহন প্রস্তুতকারক সংস্থা টিভিএস মোটর কোম্পানি আজ পশ্চিমবঙ্গে তাদের নতুন ইলেকট্রিক স্কুটার ‘টিভিএস অরবিটার’ লঞ্চ করার কথা ঘোষণা করেছে। আধুনিক প্রযুক্তি এবং দৈনন্দিন যাতায়াতের স্বাচ্ছন্দ্যকে মাথায় রেখে তৈরি এই স্কুটারটির দাম রাখা হয়েছে ১,০৩,২০০ টাকা (এক্স-শোরুম, পশ্চিমবঙ্গ)।

এতে রয়েছে ৩.১ কিলোওয়াট-এর শক্তিশালী ব্যাটারি, যা একবার চার্জ দিলে ১৫৮ কিমি পথ চলতে পারে। এই স্কুটারে প্রথমবারের মতো সামনের দিকে ১৪ ইঞ্চির বড় চাকা ব্যবহার করা হয়েছে, যা চালককে বাড়তি নিয়ন্ত্রণ ও আরাম দেবে। এতে রয়েছে ক্রুজ কন্ট্রোল, হিল হোল্ড অ্যাসিস্ট এবং ৩৪ লিটারের বিশাল বুট স্পেস, যেখানে অনায়াসেই দুটি হেলমেট রাখা যাবে। প্রযুক্তিগত দিক থেকে এই স্কুটারটি অত্যন্ত উন্নত। রয়েছে কালার এলসিডি ডিসপ্লে, টার্ন-বাই-টার্ন নেভিগেশন এবং ইনকামিং কল অ্যালার্টের সুবিধা। সুরক্ষার জন্য এতে ক্র্যাশ ও ফল অ্যালার্ট, অ্যান্টি-থেফট এবং জিও-ফেন্সিংয়ের মতো স্মার্ট বৈশিষ্ট রাখা হয়েছে। চালকরা মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ব্যাটারি চার্জ এবং গাড়ির লোকেশন দূর থেকেই পরীক্ষা করতে পারবেন।

স্কুটারটি নিওন সানবার্স্ট, স্ট্রেটোস ব্লু, লুনার গ্রে-সহ মোট ৬টি রঙে পাওয়া যাবে। এর ৮৪৫ মিমি লম্বা সিট এবং প্রশস্ত ফুটবোর্ড দীর্ঘ যাত্রাতেও আরাম নিশ্চিত করে। টিভিএস মোটর কোম্পানির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী অনিরুদ্ধ হালদার বলেন, “পশ্চিমবঙ্গের গ্রাহকদের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে আমরা টিভিএস অরবিটার বাজারে এনেছি।”

এনএসই তালিকাভুক্তির ৩০ বছর পূর্তি কোটাক মাহিন্দ্রার

কলকাতা : ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তির ৩০ বছর পূর্ণ করল কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক। এই মাইলফলক উদযাপনে আয়োজিত হয় এক বিশেষ অনুষ্ঠান। সেখানে ভারতের একটি শক্তিশালী এবং আধুনিক আর্থিক বাজার হিসেবে গড়ে ওঠার যাত্রাকে তুলে ধরা হয়েছে। আটের দশকে একটি সাধারণ এনবিএফসি হিসেবে যাত্রা শুরু করা এই প্রতিষ্ঠানটি আজ ভারতের অন্যতম নির্ভরযোগ্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে, যা দেশের ক্রমবর্ধমান আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজের পথ প্রশস্ত করে চলেছে। কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংকের এই বিবর্তন আসলে ভারতের মূলধনের বাজারে শক্তিশালী হয়ে ওঠা এবং ডিজিটাল পরিকাঠামো গ্রহণের এক প্রতিফলন। গত তিন দশকে গ্রাহকদের আস্থা অর্জন এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে এই ব্যাংকটি ভারতের আর্থিক মানচিত্রকে সমৃদ্ধ করেছে। বর্তমানে ব্যাংকের বাজার মূলধন প্রায় ৪.২ ট্রিলিয়ন টাকা এবং ২০২৫ অর্থবর্ষে এর সামগ্রিক কর পরবর্তী মুনাফা ছিল ২২,১২৬ কোটি টাকা। ব্যাংকের এই বিশাল কর্মপরিধি এবং ধারাবাহিকতা ভারতের আর্থিক বাজারের ম্যাচুরিটির প্রমাণ দেয়।

অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও অশোক ভাসওয়ানি জানান যে, এই ৩০ বছর ভারতের আর্থিক ভবিষ্যতের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতার পরিচয় দেয়। এনএসই-র ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও আশীষকুমার চৌহান বলেন যে, এই ৩০ বছরের পথচলা ভারতের পুঁজি বাজারের অভাবনীয় উন্নতির সাক্ষী। ভারতের বাজার এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি স্বচ্ছ এবং প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত। অনুষ্ঠানটি ভারতের অর্থনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংকের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফের উত্তরাধিকার পরিকল্পনা

শিলিগুড়ি: আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্স লঞ্চ করেছে আইসিআইসিআই প্রু ওয়েলথ ফরএভার, যা উত্তরাধিকার পরিকল্পনা বা লেগাসি প্ল্যানিংয়ের জন্য একটি সহজ ও কর-সাশ্রয়ী সমাধান নিয়ে এসেছে। এই পণ্যটি মূলত সেইসব গ্রাহকদের জন্য তৈরি করা হয়েছে যারা তাদের প্রিয়জনদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চান।

এই পরিকল্পনায় লাইফ কভারেজের পরিমাণ গ্রাহকের ৯৯ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি মাসে বাড়তে থাকবে। গ্রাহকের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর ক্ষেত্রে, সম্পূর্ণ লাইফ কভারেজের টাকা যা সম্পূর্ণ করমুক্ত, মনোনীত ব্যক্তিদের দিয়ে দেওয়া হবে। যদি গ্রাহক পলিসির পুরো মেয়াদ পর্যন্ত বেঁচে থাকেন, তবে প্রদত্ত সমস্ত প্রিমিয়াম ফেরত দেওয়া হবে।

উদাহরণস্বরূপ, ৫৫ বছর বয়সী একজন ব্যবসায়ী যদি সাত বছরের জন্য বার্ষিক ৩০ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন, তবে তিনি ১.৫ কোটি টাকার ক্রমবর্ধমান লাইফ কভার পাবেন। যদি ৮৫ বছর বয়সে পলিসিহোল্ডারের মৃত্যু হয়, তবে তার মনোনীত ব্যক্তি ১০ কোটি টাকা করমুক্ত সুবিধা হিসেবে পাবেন, যা পরিবারের আর্থিক ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

উদ্বোধন প্রসঙ্গে আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল লাইফ ইন্স্যুরেন্সের চিফ প্রোডাক্ট অফিসার মিস্টার বিকাশ গুপ্ত বলেন, "দেশে আয় এবং গড় আয়ু বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ উত্তরাধিকার পরিকল্পনার গুরুত্ব বুঝতে শুরু করেছেন। এই পণ্যের ক্রমবর্ধমান লাইফ কভার পরবর্তী প্রজন্মের কাছে নির্বিঘ্নে সম্পদ হস্তান্তরের সুবিধা দেয়। এছাড়া এতে থাকা প্রশংসাসূচক স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুবিধা গ্রাহকদের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে।" ২০২৬ অর্থবর্ষের প্রথমার্ধে সংস্থার দাবি নিষ্পত্তির হার ৯৯.৩%, যা গ্রাহকদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে তাদের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে।

গর্ভস্থ শিশুর জন্য বিমা চালু বাজাজের

কলকাতা/ শিলিগুড়ি: ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় বেসরকারি সাধারণ বিমা সংস্থা বাজাজ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স আজ তাদের নতুন বিমা রাইডার 'ফিটাল ফ্লোরিশ'-এর কথা ঘোষণা করেছে। এটি মূলত গর্ভস্থ শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে, যা প্রথাগত মেটারনিটি বিমার সীমাবদ্ধতাকে দূর করে। এটি গর্ভে থাকাকালীন জটিল অস্ত্রোপচার এবং উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ গর্ভাবস্থার ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। সংস্থার 'মাই হেলথ কেয়ার প্ল্যান' এবং 'হেলথ গার্ড'-এর সঙ্গে এই রাইডারটি যুক্ত করা যাবে। ভারতে ৩৫ বছরের বেশি বয়সে মা হওয়ার প্রবণতা বাড়ছে, যার ফলে গর্ভাবস্থায় জটিলতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে 'অ্যামনিওসেন্টেসিস' বা 'ফেটোস্কোপিক লেজার সার্জারি'র মতো পদ্ধতিগুলি এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই ব্যয়বহুল চিকিৎসা এতদিন সাধারণ বিমার আওতাভুক্ত ছিল না। বাজাজ জেনারেল ইন্স্যুরেন্সের এমডি এবং সিইও ডঃ তপন সিংঘল বলেন, "গর্ভাবস্থা প্রতিটি পরিবারের কাছে একটি আবেগের যাত্রা। যখন চিকিৎসাগত জটিলতা দেখা দেয়, তখন পরিবারগুলো কঠিন সময়ের মুখোমুখি হয়। 'ফিটাল ফ্লোরিশ' রাইডারের মাধ্যমে আমরা সেই আর্থিক বোঝা কমিয়ে বাবা-মায়ের পাশে দাঁড়াতে চাই, যাতে তারা খরচের দুশ্চিন্তা না করে সঠিক চিকিৎসার দিকে মন দিতে পারেন।"

এই বিমায় প্রতিটি মাতৃত্বকালীন ঘটনায় (প্রথম দুটি সন্তান পর্যন্ত) ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিমা কভারেজ মিলবে। পলিসি শুরুর পর থেকে নয় মাসের ওয়েটিং পিরিয়ড থাকবে। ১৬টি বিশেষ চিকিৎসা পদ্ধতি যেমন ফেটোস্কোপি, ইন্ট্রা ইউটেরাইন ট্রান্সফিউশন এবং টিটিটিএস-এর জন্য সার্জারি ইত্যাদি এই বিমায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই সাশ্রয়ী বিমা পলিসিটি ভারতের মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্য পরিষেবায় একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

কলকাতার বায়ুদূষণে নতুন বিপদ 'গ্যাসীয় বিষ'

কলকাতা: কলকাতার বাতাস এখন আর শুধু ধুলোবালির জন্য খারাপ নয়, বরং অদৃশ্য বিষাক্ত গ্যাস বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'রেস্পিরার লিভিং সায়েন্সেস'-এর একটি নতুন পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ২০২৫ সালে কলকাতার বাতাসের মান বা 'একিউআই' অন্তত ৮২ দিন খারাপ ছিল কেবল বিষাক্ত গ্যাসের কারণে। বিশেষ করে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড এবং ওজোন গ্যাসের পরিমাণ বাতাসে অনেক বেড়ে গিয়েছে, যা সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই চিন্তার বিষয়।

বিশেষজ্ঞ রোনাক সুতারিয়া জানিয়েছেন, আমরা সাধারণত মনে করি শুধু ধুলো বা ধোঁয়ার কণা (২.৫ পিএম) বাড়লেই বাতাস বিষাক্ত হয়। কিন্তু তথ্য বলছে, গত বছর ৬৮ দিন ধরে কলকাতার বাতাসে থাকা নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড এবং ১২ দিন ধরে থাকা ওজোন গ্যাস ছিল বায়ুদূষণের আসল কারণ। ডানলপ, উল্টোডাঙা, মৌলালি এবং রবীন্দ্র সরোবরের মতো ভিড় ও যানজটপূর্ণ এলাকায় এই গ্যাসের মাত্রা সবথেকে বেশি ছিল। এই বিষাক্ত গ্যাসগুলো সরাসরি আমাদের ফুসফুসের ক্ষতি করে এবং এর ফলে শ্বাসকষ্ট বা হাঁপানির সমস্যা অনেক বেড়ে যায়।

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের অধ্যাপক অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় সতর্ক করে দিয়েছেন যে, শীতকালে অনেক মানুষ আগুন পোহাতে বা আবর্জনা সরাতে প্লাস্টিক ও নোংরা পোড়াচ্ছেন। এতে কার্বন মনোক্সাইড এবং আরও অনেক ক্ষতিকর উপাদান বাতাসে মিশছে। যা গাড়ির ধোঁয়ার সঙ্গে মিলে 'প্যান' নামের বিষ তৈরি করছে, যা শীতের সকালে ঘন ধোঁয়াশা তৈরি করে। তাই দূষণ কমাতে হলে এখন শুধু ধুলো নিয়ন্ত্রণ নয়, বরং আবর্জনা পোড়ানো বন্ধ করা এবং গাড়ির ধোঁয়া কমানোর দিকেও নজর দিতে হবে।

'আইবিএম সোভারেইন কোর' লঞ্চ

কলকাতা: বর্তমান যুগে এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার যত বাড়ছে, তথ্যের নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তাও তত বাড়ছে। এই সমস্যা সমাধানে আইবিএম নিয়ে এল নতুন সফটওয়্যার 'আইবিএম সোভারেইন কোর'। এটি এমন একটি প্রযুক্তি যা সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের তথ্য এবং এআই সিস্টেমের ওপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সাহায্য করবে। সহজ কথায়, কোনও কোম্পানি বা সরকার এখন থেকে তাদের দরকারি তথ্য ও এআই মডেলগুলো নিজেদের দেশ বা সীমানার মধ্যেই পুরোপুরি সুরক্ষিত রাখতে পারবে। এই সফটওয়্যারটি তৈরি করা হয়েছে 'রেড হ্যাট' নামের একটি ওপেন সোর্স সিস্টেমের ওপর ভিত্তি করে। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, এটি ব্যবহার করলে কোনও বিদেশি কোম্পানির হস্তক্ষেপ ছাড়াই প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ডিজিটাল কাজ পরিচালনা করতে পারবে। তথ্যের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় পাসওয়ার্ড বা এনক্রিপশন কি-গুলোও ওই প্রতিষ্ঠানের নিজের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে। এতে এআই ব্যবহারের সময় কোনও গোপন তথ্য চুরি হওয়ার বা দেশের বাইরে যাওয়ার ভয় থাকবে না। এছাড়া, সরকারি নিয়মকানুন মেনে কাজ হচ্ছে কি না, তাও এই সফটওয়্যারটি নিজে থেকেই যাচাই করে রিপোর্ট তৈরি করতে পারবে। আগামী ফেব্রুয়ারি মাস থেকে নির্দিষ্ট কিছু গ্রাহক এটি ব্যবহারের সুযোগ পাবেন এবং ২০২৬ সালের মাঝামাঝি নাগাদ এটি সবার জন্য বাজারে আসবে। আইবিএম ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর সন্দীপ প্যাটেল জানান, ভারতে এআই-এর ব্যবহার যে হারে বাড়ছে, তাতে তথ্যের ওপর স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ থাকাটা এখন খুবই জরুরি। এই প্রযুক্তিটি এমনভাবে তৈরি যে গ্রাহক কোনও একটি নির্দিষ্ট সিস্টেমের ওপর নির্ভরশীল না হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন। এটি আধুনিক এআই দুনিয়ায় নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা, উভয়ই নিশ্চিত করবে।

অ্যামাজন রিপাবলিক ডে-তে সেনহাইজার পণ্যে ৫০% পর্যন্ত ছাড়

কলকাতা: সেনহাইজার অ্যামাজনে রিপাবলিক ডে সেল ২০২৬ উপলক্ষ্যে তাদের প্রিমিয়াম প্রোডাক্ট রেঞ্জের ওপর আকর্ষণীয় অফার ঘোষণা করেছে। এই সেলটি প্রাইম এবং নন-প্রাইম উভয় গ্রাহকদের জন্যই ১৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে। প্রাইম মেম্বাররা ১৫ জানুয়ারি মধ্যরাত থেকে এই সেলে আগাম প্রবেশের সুযোগ পাবেন।

গ্রাহকরা সেনহাইজার-এর সেরা পণ্যগুলিতে ২৪ মাস পর্যন্ত নো কস্ট ইএমআই এবং নির্দিষ্ট কিছু ব্যাঙ্ক কার্ডের মাধ্যমে অতিরিক্ত ডিসকাউন্টের সুবিধাও পাবেন। যেসব পণ্যে ছাড় থাকছে তার মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য পণ্যের তথ্য দেওয়া হল।

সেনহাইজার প্রোফাইল ওয়্যারলেস ২-চ্যানেল সেটটি একটি কমপ্যাক্ট, অল-ইন-ওয়ান, টু-চ্যানেল ওয়্যারলেস মাইক্রোফোন সিস্টেম যা মূলত চলমান ক্রিয়েটর এবং ভিডিওগ্রাফারদের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। সেল চলাকালীন এটি ২১,৯৯০ টাকায় পাওয়া যাবে। এইচডি ৬৩০ ওয়্যারলেস হেডফোন স্পিকারের মতো শোনার অভিজ্ঞতা দেয়। নির্দিষ্ট কিছু ব্যাঙ্ক কার্ডে অতিরিক্ত অফার সহ এটিও ৪৪,৯৯০ টাকায় পাওয়া যাবে। এছাড়া, চ্যালেঞ্জিং স্টুডিও এবং লাইভ পরিবেশের জন্য ডিজাইন করা সেনহাইজার এমডি ৪২১ কমপ্যাক্ট সেল চলাকালীন পাওয়া যাবে ২০,৯৯০ টাকায়।

এবার শুধুমাত্র ২৩,৯৯০ টাকায় পেয়ে যাবেন ফ্ল্যাগশিপ মোমেন্টাম ৪ ওয়্যারলেস হেডফোনের সঙ্গে সেনহাইজার-এর সিগনেচার সাউন্ডের অভিজ্ঞতা। গ্রাহকরা এই কেনাকাটার সঙ্গে বিনামূল্যে একটি বিটিডি ৬০০ ব্লুটুথ ডঙ্গলও পাবেন। জার্মানিতে তৈরি একটি কমপ্যাক্ট

লার্জ-ডায়াফ্রাম কনডেনসার মাইক্রোফোন নিউম্যান টিএলএম ১০২ পেয়ে যাবেন ৫৬,৯৯০ টাকায়।

ফিউচার-রেডি প্রযুক্তিতে তৈরি মোমেন্টাম ট্রু ওয়্যারলেস ৪ সারাদিনের আরামের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

এই ইয়ারবাডসগুলো মোট ৩০ ঘণ্টা পর্যন্ত প্লেব্যাক দেবে। অ্যামাজনে রিপাবলিক ডে উপলক্ষ্যে এটি পাওয়া যাবে মাত্র ১৮,৯৯০ টাকায়।

২৬-এর তৃতীয় প্রান্তিকের আর্থিক ফলাফল ঘোষণায় নুভোকো ভিস্তাস

কলকাতা: নুভোকো ভিস্তাস ২০২৬ অর্থবর্ষের তৃতীয় প্রান্তিকের দুর্দান্ত আর্থিক ফলাফল ঘোষণা করেছে। মুম্বইয়ে ১৫ জানুয়ারির অনুষ্ঠানে কোম্পানিটি জানিয়েছে যে, ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫-এ শেষ হওয়া প্রান্তিকে তারা ৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন সিমেন্ট বিক্রির সর্বকালীন রেকর্ড গড়েছে, যা গত বছরের তুলনায় ৭% বেশি। কোম্পানির একত্রিত আয়ের পরিমাণ ১২% বেড়ে ২,৭০১ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ইবিআইটিডিএ ৫০% বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮৬ কোটি টাকা হয়েছে। টানা দুই প্রান্তিক ধরে প্রিমিয়াম পণ্যের অবদান ৪৪%-তেই বজায় রয়েছে। 'নুভোকো কনক্রিটো' এবং 'নুভোকো ডিউরাগার্ড' ব্র্যান্ডের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা এই বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। গত প্রান্তিকে সর্বনিম্ন জ্বালানি খরচ অর্জন করেছে কোম্পানি। ভাদরাজ সিমেন্ট কারখানার কাজ দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে, যা ২০২৭ অর্থবর্ষের তৃতীয় প্রান্তিকে চালু হওয়ার কথা। এতে কোম্পানির মোট উৎপাদন ক্ষমতা হবে ৩৫ MMTPA, যা ভারতকে বানাবে পঞ্চম বৃহত্তম সিমেন্ট গ্রুপ। নুভোকো ভিস্তাস-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর জয়কুমার কৃষ্ণস্বামী বলেন, "উৎসব এবং বর্ষার কারণে অক্টোবরে চাহিদা কিছুটা কম থাকলেও, ডিসেম্বরে চাহিদা বেড়েছে। অপারেশনাল এক্সিলেন্স এবং প্রিমিয়াম পণ্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে এই সাফল্য এসেছে।" এছাড়া, নতুন 'কনক্রিটো ট্রাই শিল্ড' এবং এমবিএম ব্যবসায় 'জিরো এম উন্নতি' অ্যাপ চালু করা হয়েছে।

ভারতের বিমানবন্দরে টি-২০ বিশ্বকাপ ট্রফি প্রদর্শনে থামস আপ

কলকাতা: ভারতের নিজস্ব কোলা ব্র্যান্ড 'থামস আপ' ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য এক অনন্য সুযোগ নিয়ে এসেছে। দিল্লি এয়ারপোর্ট এবং আদানি এয়ারপোর্টের সঙ্গে অংশীদারিত্বের মাধ্যমে তারা দেশের তিনটি অন্যতম ব্যস্ত বিমানবন্দরে আইসিসি মেনস টি-২০ বিশ্বকাপ ট্রফির প্রদর্শন করছে। ক্রিকেটের প্রতি ভারতীয়দের যে আবেগ ও উন্মাদনা রয়েছে, তাকে সম্মান জানাতেই এই বিশেষ উদ্যোগ।

এই ট্রফি প্রদর্শনী শুরু হয়েছে ১৫ জানুয়ারি আহমেদাবাদের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। এরপর ১৬ জানুয়ারি দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং ১৭ জানুয়ারি মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ট্রফিটি প্রদর্শিত হবে। প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত যাত্রীরা এই

সুযোগ পাবেন। দিল্লি বিমানবন্দরে একটি বিশেষ ডিসপ্লে থাকবে, অন্যদিকে আহমেদাবাদ ও মুম্বই বিমানবন্দরে ভক্তদের জন্য থাকবে একটি আকর্ষণীয় 'এলইডি ম্যুরাল ফটো জোন'। কোকা-কোলা ইন্ডিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার চিফ কাস্টমার অফিসার অভিষেক গুপ্ত বলেন, "ক্রিকেট ভারতকে একত্রিত করার এক শক্তিশালী মাধ্যম।" অন্যদিকে, আদানি এয়ারপোর্টস হোল্ডিং লিমিটেডের সিইও অরুণ বনসাল এই উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, "এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে আমরা যাত্রীদের যাতায়াতের পথে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা উপহার দিতে চলেছি।" দীর্ঘদিন ধরে আইসিসি-র সহযোগী হিসেবে রয়েছে থাম্বস আপ। তারা ক্রিকেটের বড় বড় মাইলফলক ও অভিজ্ঞতাকে ভক্তদের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। এর আগে ২০২৪ সালের বিশ্বকাপে বিজয়ীদের ওয়েস্ট ইন্ডিজে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে নানা প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের মাধ্যমে ক্রিকেটের উন্মাদনাকে সাধারণ মানুষের নাগালে পৌঁছে দেওয়া সবই রয়েছে থাম্বস আপের তালিকায়। বিমানবন্দরগুলোতে এই ট্রফি প্রদর্শনীর মাধ্যমে থাম্বস আপ আরও একবার প্রমাণ করল যে ক্রিকেট ভারতে একটি উৎসব।

আরও সাহসী ও তুফানি রূপে থামস আপ

কলকাতা: ভারতের জনপ্রিয় পানীয় ব্র্যান্ড 'থামস আপ' দীর্ঘ ২০ বছর পর তাদের লোগো এবং চেহারায় বড় ধরনের বদল এনেছে। নতুন প্রজন্মের আত্মবিশ্বাস এবং অদম্য জেদকে সম্মান জানাতেই এই পরিবর্তন। থামস আপ-এর নিজস্ব টিম এবং 'SUPERULTRARARE®' নামক একটি সংস্থা মিলে এই নতুন ডিজাইন তৈরি করেছে। এর মূল বৈশিষ্ট্যর মধ্যে অন্যতম লোগোর অক্ষর বা ফন্ট এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ এবং শক্তিশালী। প্যাকেজিংয়ে ব্যবহার করা হয়েছে গাঢ় লাল, হালকা নীল এবং গাঢ় নীল রঙ যা কড়া স্বাদ আর সতেজতার প্রতীক।

থামস আপ-এর সেই বিখ্যাত বুড়ো আঙুলের চিহ্নটি বা 'থাম্ব-মার্ক'-কে আগের মতোই রাখা হয়েছে, তবে তা এখন দেখতে আরও আধুনিক মনে হবে। কোকা-কোলা ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে সুমেলি চ্যাটার্জি বলেন, "এই নতুন রূপ আমাদের ব্র্যান্ডকে আগামী দিনের জন্য আরও আকর্ষণীয় করে তুলবে।" অন্যদিকে, চিনি ছাড়া পানীয় হিসেবে থামস আপ এক্সফোর্স মাত্র ছয় মাসেই ভারতে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এই সাফল্যকে সঙ্গী করেই থামস আপ তাদের 'তুফানি' যাত্রা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর। সংস্থার ডিজাইনার ম্যাথিউ কেনিয়ন জানান, আজকের লড়াকু তরুণদের কথা মাথায় রেখেই থামস আপ-কে আরও সাহসী মোড়কে সাজানো হয়েছে।

ট্যালিপ্রাইম রিলিজ ৭.০ আপডেট লঞ্চ

শিলিগুড়ি: ট্যালি সলিউশনস প্রাইভেট লিমিটেড, তার ট্যালিপ্রাইম প্ল্যাটফর্মের পাঁচ বছর পূর্তি উপলক্ষে ট্যালিপ্রাইম রিলিজ ৭.০ চালু করেছে। এই আপডেটের লক্ষ্য হল আরও গভীর ইন্টিগ্রেশন, উন্নত অটোমেশন এবং উন্নত ডেটা সুরক্ষার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের জন্য ডিজিটাইজেশনকে আরও উন্নত এবং সহজ করে তোলা।

এসবিআই এবং অ্যাক্সিস ব্যাংকের সাথে ইন্টিগ্রেশনের ফলে MSME-গুলো ট্যালিপ্রাইম দিয়েই তাৎক্ষণিক পেমেন্ট করতে, ব্যালেন্স ও স্টেটমেন্ট দেখতে এবং লেনদেন করতে পারবে, এতে আর্থিক কার্যক্রম আরও দক্ষ ও স্বচ্ছ হবে। এনপিসিআই ভারত বিলপে লিমিটেডের সাথে ভারত কানেক্ট ফর বিজনেসের মাধ্যমে ট্যালির অংশীদারিত্ব ইনভয়েস আদান-প্রদান এবং পেমেন্ট সংযোগকে উন্নত করে তুলেছে। ট্যালি ৭.০-এর নতুন সংস্করণে একটি উন্নত ট্যালিড্রাইভ অভিজ্ঞতা রয়েছে, যা উন্নত এনক্রিপশন এবং ইন্টিগ্রিটি চেকের মাধ্যমে ব্যবসার ডেটা সুরক্ষিত রাখে।

বাজারে এল টাটার ১৭টি অত্যাধুনিক ট্রাক এবং ইভি

নয়া দিল্লি: টাটা মোটরস আজ ভারতের ট্রাক শিল্পে এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। সংস্থাটি একসঙ্গে ১৭টি নতুন প্রজন্মের ৭ টন থেকে ৫৫ টনের ট্রাক বাজারে লঞ্চ করেছে, যা নিরাপত্তা ও লাভের ক্ষেত্রে নতুন মানদণ্ড তৈরি করবে। আজুরা সিরিজে থাকছে মাঝারি ও হালকা বাণিজ্যিক যানবাহন। এতে রয়েছে শক্তিশালী ৩.৬ লিটার ডিজেল ইঞ্জিন, যা ই-কমার্স ও দ্রুত পণ্য সরবরাহের জন্য সেরা। নতুন 'আই-এমওইভি' প্রযুক্তিতে তৈরি এই ট্রাকগুলো পরিবেশবান্ধব পরিবহনের নতুন দিশা দেখাবে। টাটার এই নতুন ট্রাকগুলো ইউরোপীয় ক্রাশ সেফটি স্ট্যান্ডার্ড (ECE R29 03) মেনে তৈরি। এতে অ্যাডাপ্টিভ ক্রুজ কন্ট্রোল এবং লেন ডিপার্চার ওয়ার্নিংয়ের মতো আধুনিক প্রযুক্তি রয়েছে। উন্নত ইঞ্জিনের কারণে এই ট্রাকগুলোতে ৭% পর্যন্ত বেশি জ্বালানি সাশ্রয় হবে এবং ১.৮ টন পর্যন্ত বাড়তি পণ্য বহন করা যাবে। টাটা মোটরসের এমডি ও সিইও গিরীশ ওয়াঘ বলেন, "আমাদের লক্ষ্য হল 'আত্মনির্ভর ভারত' গড়ে তোলা। এই নতুন ট্রাকগুলো কেবল শক্তিশালী নয়, বরং এগুলো ব্যবসায়ীদের খরচ কমিয়ে লাভ বাড়াতে এবং পরিবেশ রক্ষায় সাহায্য করবে।" এছাড়া টাটা মোটরস তাদের 'সম্পূর্ণ সেবা ২.০' এবং 'ফ্লিট এজ' ডিজিটাল পরিষেবার মাধ্যমে গ্রাহকদের জন্য অল টাইম সহায়তা নিশ্চিত করছে।

নমামি গঙ্গে মিশনে জল শোধন প্রকল্প

কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা পুনরুজ্জীবন এবং শহুরে স্যানিটেশন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নমামি গঙ্গে মিশনের দ্বিতীয় পর্বের অধীনে ২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্যে দুটি বর্জ্য জল শোধন প্রকল্প নির্মাণ ও চালু করা হয়েছে।

এই প্রকল্পগুলো কার্যকরভাবে গঙ্গায় অপরিশোধিত বর্জ্য জল নিষ্কাশন রোধ করবে এবং শহুরে স্যানিটেশন ব্যবস্থায় নতুন গতি সঞ্চার করবে।

প্রথম প্রকল্পটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মহেশতলা এলাকায় চালু করা হয়েছে, যা গঙ্গা সংরক্ষণের দিকে একটি বড় মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। হাইব্রিড অ্যানুইটি মডেলের অধীনে আনুমানিক ২৮৬.৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই "ইন্টারসেপশন, ডাইভারশন এবং ট্রিটমেন্ট ওয়ার্কস" প্রকল্পে ৩৫ এমএলডি ক্ষমতাসম্পন্ন একটি অত্যাধুনিক বর্জ্য জল শোধনাগার (এসটিপি) স্থাপন করা হয়েছে। এটি মহেশতলা এবং আশেপাশের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা থেকে উৎপন্ন বর্জ্য জলের বৈজ্ঞানিক ও নিরাপদ উপায়ে শোধনের ব্যবস্থা করবে। দ্বিতীয় প্রকল্পটি মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর এবং রঘুনাথগঞ্জ এলাকায় তৈরি করা হয়েছে। প্রায় ৬৮.৪৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই প্রকল্পে দুটি বর্জ্য জল শোধনাগার রয়েছে, যার সম্মিলিত ক্ষমতা ১৩ এমএলডি। জঙ্গিপুরে ৮ এমএলডি এবং রঘুনাথগঞ্জে ৫ এমএলডি। এছাড়াও, বাড়ি এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে উৎপন্ন বর্জ্য জল সরাসরি শোধনাগারগুলিতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ১১.৩৮ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি বিস্তৃত নিষ্কাশন নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে।

উভয় প্রকল্পেই বর্জ্য জল শোধনের জন্য আধুনিক সিকোয়েনশিয়াল ব্যাচ রিঅ্যাক্টর (এসবিআর) প্রযুক্তি গ্রহণ করা হয়েছে, যা জাতীয় গ্রীন ট্রাইব্যুনালের নির্ধারিত কঠোর পরিবেশ রক্ষার নিয়মাবলী মেনে চলে। মহেশতলা প্রকল্পটি হাইব্রিড অ্যানুইটি মডেলের অধীনে বাস্তবায়িত হয়েছে, আর মুর্শিদাবাদ প্রকল্পটি ডিজাইন-বিল্ড-অপারেট-ট্রান্সফার মডেলের অধীনে।

আইসিএইচ ও পেক্লার্স-এর জোট

কলকাতা: ভারতের শীর্ষস্থানীয় ট্রেন্ড ফোরকাস্টিং প্ল্যাটফর্ম 'আইসিএইচ নেক্সট' এবং বিশ্ববিখ্যাত ক্রিয়েটিভ স্ট্র্যাটেজি সংস্থা 'পেক্লার্স প্যারিস' এক ঐতিহাসিক অংশীদারিত্বের কথা ঘোষণা করেছে। এই জোটের মাধ্যমে ভারতে প্রথমবারের মতো ফ্যাশন এবং লাইফস্টাইল সেক্টরের জন্য 'গ্লোবাল প্লাস লোকাল' ট্রেন্ড ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস চালু করা হচ্ছে। বর্তমানে ভারতের ফ্যাশন বাজার ২৪০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার পথে থাকলেও, এ দেশের বৈচিত্র্যময় জলবায়ু, গায়ের রঙ, উৎসবের চাহিদা এবং সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সঠিক ট্রেন্ড রিপোর্টের অভাব ছিল। এই খামতি পূরণ করতেই আইসিএইচ নেক্সট এবং পেক্লার্স প্যারিস যৌথভাবে ওয়েস্টার্ন ফ্যাশন বিভাগের জন্য বিশেষ ট্রেন্ড ফোরকাস্ট রিপোর্ট প্রকাশ করতে চলেছে।

আইসিএইচ নেক্সট-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা অনুরাধা চন্দ্রশেখর এবং কণিকা ভোরা জানান যে, ভারত এখন আর কেবল বিদেশের ফ্যাশন অনুকরণ করে না, বরং বিশ্বজুড়ে নতুন ট্রেন্ড তৈরি করছে।

ভারতের দীর্ঘ গ্রীষ্মকাল, উৎসবকেন্দ্রিক চাহিদা এবং রঙের প্রতি বিশেষ আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে ফ্যাশন পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। তাদের এই নতুন উদ্যোগে এআই এবং মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতি মাসে হাজার হাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকেত বিশ্লেষণ করা হবে। এর ফলে টাটা, রিলায়েন্স ট্রেন্ডস, আমাজন এবং মিন্ত্রার মতো বড় ব্র্যান্ডগুলো এখন আরও সহজে বুঝতে পারবে যে আগামী দিনে ভারতীয় গ্রাহকরা কোন ধরণের পোশাক বা স্টাইল পছন্দ করতে চলেছেন।

পেক্লার্স প্যারিসের সিইও অ্যান এটিয়েন-রেবুল বলেন, ভারত বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী বাজার এবং এই দেশের সৃজনশীলতা বজায় রেখে ট্রেন্ড ফোরকাস্টিং করার জন্য একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিশ্বমানের ফোরকাস্টিং অভিজ্ঞতা এবং ভারতের স্থানীয় বাজারের চলতি ধারণাকে একত্রিত করা হচ্ছে। আগামী তিন বছরে প্রযুক্তির উন্নয়ন ও ব্যবসার প্রসারে প্রায় ১.৫ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা রয়েছে আইসিএইচ নেক্সট-এর।

এই উদ্যোগটি ভারতীয় ব্র্যান্ডগুলোকে বিশ্ববাজারে আরও শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে।

মণিপাল হাসপাতালের উদ্যোগে প্রাণ বাঁচল কিষাণগঞ্জের যুবকের

শিলিগুড়ি: ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে তিনতলার ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে প্রাণ সংশয় ঘটে কিষাণগঞ্জের ২২ বছর বয়সী ছাত্র রবি গুপ্তার (নাম পরিবর্তিত)। কিন্তু শিলিগুড়ি মণিপাল হাসপাতালের অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের তৎপরতায় এবং উন্নত চিকিৎসায় তিনি ফিরে পেলেন নতুন জীবন। গত ৩ জানুয়ারি রবিকে যখন হাসপাতালে আনা হয়, তখন তিনি সম্পূর্ণ অচেতন ছিলেন। তাঁর মাথায় মারাত্মক আঘাতের পাশাপাশি নাক-মুখ দিয়ে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছিল। এমার্জেন্সি মেডিসিন কনসালট্যান্ট ডাঃ সিন্থি পাল তৎক্ষণাৎ রোগীকে স্থিতিশীল করে লাইফ-সাপোর্ট দিতে শুরু করেন। এরপর দ্রুত গঠিত হয় একটি মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিম, সেখানে নিউরোসার্জারি (ডাঃ অনুরূপ সাহা), ক্রিটিক্যাল কেয়ার (ডাঃ সমিৎ পরুয়া), প্লাস্টিক সার্জারি, জেনারেল সার্জারি, অপথালমোলজি ও অর্থোপেডিক্স বিভাগের চিকিৎসকরা একসঙ্গে চিকিৎসা শুরু করেন। সিটি স্ক্যান এবং এমআরআই পরীক্ষার মাধ্যমে আঘাতের গভীরতা বুঝে তাঁকে আইসিইউ-তে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়। ডাঃ অনুরূপ সাহা জানান, মাথায় সাংঘাতিক আঘাতের ক্ষেত্রে দ্রুত এয়ারওয়ে ম্যানেজমেন্ট এবং নিউরোসার্জিক্যাল হস্তক্ষেপ স্থায়ী স্নায়বিক ক্ষতি এড়াতে সাহায্য করেছে।

মাত্র চার দিনের মধ্যেই রবির শারীরিক অবস্থার অভাবনীয় উন্নতি ঘটে এবং ৭ জানুয়ারি তাঁকে স্থিতিশীল অবস্থায় হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে রবি বলেন, "চিকিৎসক ও নার্সদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কারণেই আজ আমি বেঁচে আছি। তাঁদের কাছে আমি চিরঋণী।" এই সাফল্য আবারও প্রমাণ করল যে উন্নত পরিকাঠামো এবং সঠিক সময়ে চিকিৎসা হলে জটিল অবস্থাতেও প্রাণ বাঁচানো যেতে পারে।

রিপাবলিক ডে-তে ছাড় দেবে মটোরোলা

আসানসোল: ভারতের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় এআই (AI) স্মার্টফোন ব্র্যান্ড মটোরোলা সাধারণতন্ত্র দিবস উপলক্ষে তাদের জনপ্রিয় স্মার্টফোনগুলোতে বিশেষ ছাড়ের কথা ঘোষণা করেছে। ফ্লিপকার্টের রিপাবলিক ডে সেল চলাকালীন গ্রাহকরা মটোরোলার সেরা ৫জি (5G) ফোনগুলো অত্যন্ত সাশ্রয়ী মূল্যে কেনার সুযোগ পাবেন। যখন বাজারে স্মার্টফোনের দাম ক্রমশ বাড়ছে, তখন মটোরোলা তাদের প্রিমিয়াম ডিজাইন, উন্নত ক্যামেরা এবং এআই প্রযুক্তি সাধারণ মানুষের সাধ্যের মধ্যে নিয়ে আসার লক্ষ্য নিয়েছে। এই সেলে মটোরোলার ফ্ল্যাগশিপ 'এজ' সিরিজ থেকে শুরু করে বাজেট ফ্রেন্ডলি 'জি' সিরিজের প্রতিটি ফোনেই থাকছে আকর্ষণীয় ডিসকাউন্ট।

মটোরোলার এই বিশেষ অফারের আওতায় তাদের ফ্ল্যাগশিপ ফোন 'মোটোরোলা এজ ৬০ প্রো' এখন মাত্র ২৫,৯৯৯ টাকায় পাওয়া যাবে। এই ফোনে রয়েছে বিশ্বের অন্যতম সেরা ১.৫-কে ট্রু কালার ডিসপ্লে এবং শক্তিশালী এআই ক্যামেরা সিস্টেম। এছাড়াও 'এজ ৬০ ফিউশন' পাওয়া যাবে মাত্র ১৯,৯৯৯ টাকায়, যা তার প্রিমিয়াম ডিজাইন ও টেকসই বিল্ড কোয়ালিটির জন্য পরিচিত। মধ্যবিত্ত গ্রাহকদের জন্য মটোরোলা নিয়ে এসেছে 'মটো জি৯৬' এবং 'মটো জি৮৬ পাওয়ার', যেগুলোতে ওআইএস (OIS) যুক্ত সোনি লিটিয়া ক্যামেরা এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যাটারি ব্যাকআপের সুবিধা রয়েছে। বিশেষ করে জি৮৬ পাওয়ার মডেলে ৪-কে ভিডিও রেকর্ডিং এবং মিলিটারি গ্রেড স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

সাশ্রয়ী মূল্যের ৫জি ফোনের ক্যাটাগরিতে মটোরোলা তাদের 'মটো জি৬৭ পাওয়ার' এবং 'মটো জি৫৭ পাওয়ার' মডেল দুটিতে বিশাল ছাড় দিচ্ছে। মাত্র ১২,৯৯৯ টাকা থেকে শুরু হওয়া এই ফোনগুলোতে ব্যবহার করা হয়েছে শক্তিশালী স্ন্যাপড্রাগন প্রসেসর এবং ৭০০০ এমএএইচ এর ব্যাটারি, যা এক চার্জে প্রায় তিন দিন পর্যন্ত চলে।

মটোরোলা ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর টি.এম. নরসিংহন জানান যে, তারা সবসময় আধুনিক উদ্ভাবন এবং উন্নত স্মার্টফোন অভিজ্ঞতা সঠিক দামে গ্রাহকদের হাতে পৌঁছে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

থাইরয়েডের স্বাস্থ্য: শক্তিশালী মেটাবলিজমের দিকে প্রথম পদক্ষেপ

আপনার ঘাড়ের সামনের অংশে অবস্থিত এই ছোট, প্রজাপতি আকৃতির গ্রন্থিটি আপনার ভাবনার চেয়েও অনেক বেশি কাজ করে। এটি আপনার বিপাক প্রক্রিয়া (মেটাবলিজম) নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে এবং আপনার ওজন, শক্তির মাত্রা ও এমনকি হৃদস্পন্দনকেও প্রভাবিত করে। তবুও, মেটাবলিক সিনড্রোমের মতো শারীরিক অবস্থার ক্ষেত্রে এর ভূমিকা প্রায়ই অলক্ষিত থেকে যায়। আপনার থাইরয়েডের যত্ন নেওয়া সামগ্রিক সুস্বাস্থ্যের দিকে আপনার প্রথম পদক্ষেপহতে পারে। মেটাবলিক সিনড্রোমে আক্রান্ত প্রতি চারজনের মধ্যে একজন হাইপোথাইরয়েডিজমে ভুগতে পারেন। বিশ্ব থাইরয়েড সচেতনতা মাসে, আসুন আমরা এই যোগসূত্রটি গভীরভাবে বোঝার চেষ্টা করি এবং কীভাবে থাইরয়েড সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে আপনার বিপাকীয় কাজগুলো সচল রাখা যায় তাও জানি।

মেটাবলিক সিনড্রোম কী?

সারা বিশ্বে প্রতি চারজনের মধ্যে একজন মেটাবলিক সিনড্রোমে আক্রান্ত। মেটাবলিক সিনড্রোম হলো একগুচ্ছ স্বাস্থ্যগত সমস্যা যা প্রায়ই একসাথে দেখা দেয়—যেমন উচ্চ রক্তচাপ, রক্তে শর্করার উচ্চ মাত্রা এবং পেটের অতিরিক্ত চর্বি। এগুলো একত্রিত হয়ে আপনার হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং টাইপ ২ ডায়াবেটিসের মতো গুরুতর সমস্যার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। যখন একজন ব্যক্তির মধ্যে তিনটি বা তার বেশি ঝুঁকির কারণ থাকে, যেমন—রক্তে উচ্চশর্করা, নিম্ন মাত্রার 'গুড' এইচডিএলকোলেস্টেরল, উচ্চ ট্রাইগ্লিসারাইড, কোমরের বেড় পরিধি এবং উচ্চ রক্তচাপ, তখনই মেটাবলিক সিনড্রোম নির্ণয় করা হয়। এই কারণগুলো শেষ পর্যন্ত হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, স্ট্রোক এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য সমস্যার উচ্চ ঝুঁকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

হাইপোথাইরয়েডিজম এবং মেটাবলিক সিনড্রোম প্রায়ই ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে, যা আপনার শরীরের রক্তে শর্করা, কোলেস্টেরল, ওজন এবং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। ভারতের প্রেক্ষাপটে এই যোগসূত্রটি আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে থাইরয়েড সমস্যা অত্যন্ত সাধারণ—প্রতি ১০ জনের মধ্যে প্রায় ১ জন হাইপোথাইরয়েডিজমে আক্রান্ত। বর্তমানের দ্রুতগতির জীবনধারা—পুষ্টির অভাব, ব্যায়ামের অভাব, দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ, অনিয়মিত ঘুম এবং পরিবেশগত কারণগুলো একটিক্ষতিকারক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে যা হাইপোথাইরয়েডিজম এবং মেটাবলিক সিনড্রোম উভয়কেই ত্বরান্বিত করে।

হাইপোথাইরয়েডিজমকে নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করুন

ডা. আশিস কুমার বসু, প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান (এন্ডোক্রিনোলজি ও মেটাবলিজম বিভাগ), ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজবলেন, "হাইপোথাইরয়েডিজম বা থাইরয়েডের কম সক্রিয়তা তখনই ঘটে যখন গ্রন্থিটি শরীর সচল রাখার জন্য পর্যাপ্ত হরমোন তৈরি করে না। এই ধীরগতি বিপাক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে—যার ফলে ওজন, রক্তে শর্করা, কোলেস্টেরল এবং হার্টের স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলে। থাইরয়েডের কম কার্যকারিতা এলডিএল কোলেস্টেরল বাড়াতে পারে, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স তৈরি করতে পারে এবং ডায়াবেটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে।"

অ্যাবট ইন্ডিয়ার মেডিকেল অ্যাফেয়ার্স হেড ডাঃ কিন্নরা পুত্রেভু যোগ করেন, "হাইপোথাইরয়েডিজম প্রায়ই এর প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত করা যায় না। যেহেতু এর উপসর্গগুলো মেটাবলিক সিনড্রোমের সাথে মিলে যেতে পারে, তাই মেটাবলিক সিনড্রোম বা এর সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকির কারণ আছে এমন যে কারও জন্য নিয়মিত থাইরয়েড স্ক্রিনিং বা পরীক্ষার পরামর্শ দেওয়া হয়। আপনি যদি এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হন, তবে ডাক্তারের সাথে রুটিন চেক-আপ করা আপনার জন্য বাধ্যতামূলক।"

আপনার থাইরয়েড নিয়ন্ত্রণে রাখার কয়েকটি উপায় এখানে দেওয়া হলো

আপনার ডায়েট: সুস্বাস্থ্যের দিকে প্রথম পদক্ষেপ

থাইরয়েড স্বাস্থ্যের জন্য পুষ্টির সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুষ্টির আধিক্য বা ঘাটতি—উভয়ই এর কাজ ব্যাহত করতে পারে। সুষম খাদ্যের ওপর গুরুত্ব দিন এবং অতি-প্রক্রিয়াজাত খাবার, স্যাচুরেটেড ফ্যাট, সয়াবিন সমৃদ্ধ পণ্য এবং বাড়তি চিনি কমানোর মাধ্যমে শুরু করুন।

চিকিৎসা অব্যাহত রাখুন

ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আপনার থাইরয়েড ওষুধের সময়সূচী মেনে চলা আপনার চিকিৎসাকে সঠিক পথে রাখে এবং হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখে। ডাক্তারের সাথে পরামর্শ না করে ওষুধ বন্ধ করা বা এর মাত্রা পরিবর্তন করা থেকে বিরত থাকুন।

ঘাম ছড়ান

বিপাক প্রক্রিয়া বা মেটাবলিজমকে সক্রিয় রাখতে আপনার প্রতিদিনের রুটিনে দ্রুত হাঁটা, সাইকেল চালানো বা সাঁতার কাটার মতো হালকা ব্যায়াম যোগ করুন। নিয়মিত শারীরিক কার্যকলাপ বিপাকীয় স্বাস্থ্যকে উন্নত করে এবং ওজন বৃদ্ধিসহ হাইপোথাইরয়েডিজমের লক্ষণগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

শান্ত থাকুন, সুস্থ থাকুন

মানসিক চাপ কেবল আপনার মেজাজকেই প্রভাবিত করে না—এটি আপনার থাইরয়েডের ওপরও প্রভাব ফেলে। যখন মানসিক চাপের কারণে শরীরে কর্টিসলের মাত্রা বেড়ে যায়, তখন তা স্বাভাবিক থাইরয়েড কার্যকলাপে বাধা দিতে পারে। বিশ্রাম এবং নিজের যত্নের মাধ্যমে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করা হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং থাইরয়েড স্বাস্থ্যের উন্নতিতে সাহায্য করে।

মেটাবলিক সিনড্রোম এবং হাইপোথাইরয়েডিজম প্রায়শই একসাথে ঘটে এবং প্রতিটি অন্যটির প্রভাবকে আরও তীব্র করে তোলে। অধিক সচেতনতা, নিয়মিত পরীক্ষা এবং সমন্বিত যত্ন আপনাকে থাইরয়েড আরও ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণে প্রস্তুত করতে সাহায্য করতে পারে।

ডায়েট কালচারে ব্রাত্য কার্বোহাইড্রেট? জেনে নিন বিশেষজ্ঞদের মত

ডায়েট কালচারে বরাবরই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু কার্বোহাইড্রেট। কখনও বলা হয় এটি ওজন বৃদ্ধির প্রধান কারণ, আবার কখনও এটিকে এড়িয়ে চলার পরামর্শও দেওয়া হয়। কিন্তু পুষ্টিবিদদের মতে, কার্বোহাইড্রেট কোনও সমস্যার কারণ নয়, সমস্যা হল এর সঠিক ব্যবহার না জানা। অর্থাৎ, আমরা কীভাবে তা গ্রহণ করছি তার ওপর নির্ভর করে এর কার্যকারিতা। কার্বোহাইড্রেট মানবদেহের সবচেয়ে কার্যকরী শক্তির উৎস। মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা, দৈনন্দিন শারীরিক কার্যকলাপ এবং হরমোনের ভারসাম্য বজায় রাখতে এর ভূমিকা অসীম। বিশেষজ্ঞদের মতে, কার্ব কমানো নয়, বরং সঠিকভাবে কার্ব বেছে নেওয়া এবং খাবারের গঠনই হওয়া উচিত মূল লক্ষ্য। সঠিকভাবে কার্বোহাইড্রেটযুক্ত খাবার খেলে খাওয়ার পর তন্দ্রাউচ বা দ্রুত খিদে পাওয়ার কথা নয়। বরং এমন খাবার দীর্ঘ সময় ধরে শক্তি জোগায়, একাগ্রতা বাড়ায় এবং বিপাক প্রক্রিয়াকে সুস্থ রাখে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, কার্বোহাইড্রেটকে পুরো খাবারের বিকল্প হিসেবে নয়, বরং একটি ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করাই ভারসাম্যপূর্ণ ডায়েটের চাবিকাঠি।

হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস কোচ গুরপ্রীত গ্রোভার বলেন, "কার্বোহাইড্রেটকে দীর্ঘদিন ধরেই ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ওজন বৃদ্ধি বা ক্লান্তির জন্য কার্বকে দোষারোপ করা হয়, অথচ আসল সমস্যা হল খাবারের ভুল সংমিশ্রণ।" তিনি গোটা শস্য, ফল, ডাল, মটরশুটি এবং শ্বেতসারযুক্ত সবজির মতো মানসম্মত কার্ব উৎস বেছে নেওয়ার পরামর্শ দেন। এই প্রকার কার্বোহাইড্রেটগুলোতে থাকে ফাইবার, ভিটামিন ও ধীরে শক্তি ছাড়ার ক্ষমতা, যা পরিশোধিত কার্বের মতো রক্তে শর্করার হঠাৎ ওঠানামা ঘটায় না। ডায়েটিশিয়ান ও সার্টিফায়েড ডায়াবেটিস এডুকেটর ডাঃ অর্চনা বাত্রা বলেন, "চাল, রুটি, বাজরা, আলু বা ডাল সবই ডায়েটের অংশ হতে পারে, যদি তা জীবনধারা ও সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে গ্রহণ করা হয়।" কার্বোহাইড্রেটকে কার্যকরভাবে কাজে লাগানোর অন্যতম উপায় হল এর সঙ্গে প্রোটিন যোগ করা। গ্রোভার জানান, "প্রোটিন হজমের গতি কমায়, রক্তে শর্করার মাত্রা স্থিতিশীল রাখে এবং দীর্ঘ সময় তৃপ্তি দেয়।" চাল-ডাল, রুটি-পনির, টোস্ট-ডিম কিংবা ফলের সঙ্গে দই এই সহজ সংযোজনগুলোই একটি কার্ব-নির্ভর খাবারকে পরিণত করতে পারে পূর্ণাঙ্গ ও স্বাস্থ্যকর আহারে। ডাঃ বাত্রার মতে, প্রোটিন হল কার্ব-ভিত্তিক খাবারের 'নোঙ্গর'। ডাল, দই, তোফু, ডিম, মাছ বা মুরগি যে কোনও প্রোটিন খাবারের পর শক্তির পতন রোধ করে এবং অতিরিক্ত ক্ষুধা কমায়। চর্বিকে অনেক সময় উপেক্ষা করা হলেও, কার্বোহাইড্রেট হজমে এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাস্থ্যকর চর্বি পুষ্টি শোষণ বাড়ায় এবং গ্লুকোজ নিঃসরণের গতি নিয়ন্ত্রণ করে। ঘি, জলপাই তেল, বাদাম, বীজ বা অ্যাভোকাডোর মতো চর্বি খাবারে সামান্য যোগ করলেই স্বাদ বাড়ার পাশাপাশি বিপাকীয় স্থিতিশীলতাও বজায় থাকে। কার্ব-ভিত্তিক কোনো খাবারই সবজি ছাড়া সম্পূর্ণ নয়। ফাইবারযুক্ত শাকসবজি অতিরিক্ত ক্যালোরি ছাড়াই খাবারের আয়তন বাড়ায়, অন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখে এবং ইনসুলিনের প্রতিক্রিয়া উন্নত করে। সবমিলিয়ে বিশেষজ্ঞদের মত, কার্বোহাইড্রেট পরিহার নয়, বরং সঠিক নির্বাচন, সঠিক পরিমাণ এবং সঠিক সংমিশ্রণই সুস্থ ডায়েটের আসল চাবিকাঠি।

শহুরে জীবনে বাড়ছে সাইনাস অ্যালার্জি

একসময় সাইনাস অ্যালার্জি ছিল মরশুমি রোগ। কিন্তু সাম্প্রতিককালে, বিশেষ করে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে, এটি সারা বছর ধরে চলা এক দীর্ঘস্থায়ী সমস্যায় পরিণত হচ্ছে। ইএনটি বিশেষজ্ঞ ও অ্যালার্জিবিদদের মতে, নাক বন্ধ থাকা, মুখমণ্ডলে চাপ, মাথাব্যথা, পোস্ট-নাসাল ড্রিপ এবং ঘন ঘন সাইনাস সংক্রমণের মতো উপসর্গ নিয়ে রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। শহুরে জীবনধারা ও পরিবেশগত পরিবর্তন এই প্রবণতার পেছনে বড় ভূমিকা রাখছে।

শহরাঞ্চলে সাইনাস অ্যালার্জির অন্যতম প্রধান কারণ বায়ুদূষণ। যানবাহনের ধোঁয়া, নির্মাণ কাজের ধূলিকণা, শিল্পকারখানার দূষণকারী ও সূক্ষ্ম কণা অনুনাসিক আস্তরণ ও সাইনাসে দীর্ঘদিন ধরে জ্বালা সৃষ্টি করে। এই ধারাবাহিক এক্সপোজারের ফলে নাকের মিউকোসাল আস্তরণ ফুলে ওঠে এবং পরাগ, ধুলো মাইট ও ছাঁচের মতো অ্যালার্জেনের প্রতি অতিসংবেদনশীল হয়ে পড়ে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সাইনাসের স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়ে। শহরের অধিকাংশ মানুষই সময় কাটান ঘরের ভেতরে। বাড়ি, অফিস, শপিং মল কিংবা যানবাহনে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ আরাম দিলেও এটি অনুনাসিক পথকে শুকিয়ে দেয়, শ্লেষ্মা ঘন করে তোলে এবং অ্যালার্জেন পরিষ্কার করার স্বাভাবিক ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, ঠিকমতো রক্ষণাবেক্ষণ না করা এসি সিস্টেম থেকে ধুলো, ছাঁচের বীজাণু ও ব্যাকটেরিয়া ছড়িয়ে সাইনাসের সমস্যা আরও বাড়াতে পারে।

দ্রুত নগরায়ণের ফলে শহরে প্রায় সারাবছরই কোথাও না কোথাও নির্মাণকাজ চলছে। এসব নির্মাণস্থল থেকে নির্গত সূক্ষ্ম ধূলিকণা সহজেই নাক ও সাইনাসে প্রবেশ করে প্রদাহ সৃষ্টি করে। বড় কণার তুলনায় এই অতিক্ষুদ্র কণাগুলি সাইনাসের গভীরে পৌঁছে দীর্ঘস্থায়ী সাইনোসাইটিসের ঝুঁকি বাড়ায়। চাপ, অনিয়মিত ঘুম, পর্যাপ্ত জল পান না করা এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস শহুরে জীবনে সাধারণত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে দুর্বল করে দেয়। পাশাপাশি খোলা বাতাস ও সূর্যালোকের সংস্পর্শ কমে যাওয়ায় শরীরের প্রদাহ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাও ব্যাহত হয়। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করছেন, চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া দীর্ঘদিন নাকের স্প্রে বা স্ব-ওষুধ ব্যবহার করলে সমস্যা আরও জটিল হতে পারে।

বারবার দূষণকারী ও অ্যালার্জেনের সংস্পর্শে আসার ফলে সাময়িক অ্যালার্জি ধীরে ধীরে দীর্ঘস্থায়ী সাইনাস সমস্যায় রূপ নেয়। নাকের আস্তরণ পুরু হয়ে যায়, সাইনাসের নিষ্কাশন পথ সংকীর্ণ হয় এবং ঘন ঘন সংক্রমণ দেখা দেয়। অনেক শহুরে রোগী কয়েক সপ্তাহ নয়, বরং মাসের পর মাস ধরে একই উপসর্গে ভোগেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, শহর-সম্পর্কিত সাইনাস অ্যালার্জি নিয়ন্ত্রণে পরিবেশগত পরিবর্তনের পাশাপাশি জীবনধারার সংশোধন জরুরি। এয়ার পিউরিফায়ার ব্যবহার, পর্যাপ্ত জল পান, নিয়মিত নাকের লবণাক্ত ধোয়া, অতিরিক্ত দূষণের সংস্পর্শ এড়ানো এবং ঘরের ভেতরের বাতাস পরিষ্কার রাখা উপকারী হতে পারে। দীর্ঘমেয়াদী সাইনাসের প্রভাব এড়াতে উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার ওপর জোর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

‘মহাকাল মহাতীর্থ’ শিলান্যাসে শিলিগুড়িতে মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন

শিলিগুড়ি : শিলিগুড়িতে স্থাপিত হতে চলেছে বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম শিব মন্দির। গত ১৬ জানুয়ারি শুক্রবার শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার লক্ষ্মী টাউনশিপ এলাকায় ‘মহাকাল মহাতীর্থ’র শিলান্যাস করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্দির নির্মাণের জন্য ইতিমধ্যেই একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। ওই ট্রাস্টের হাতেই জমি হস্তান্তর করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, “আগামী দিনে এই মন্দির জগন্নাথ ধাম ও দুর্গা অঙ্গনের মতোই একটি আন্তর্জাতিক পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হবে।” গোটা প্রকল্প শেষ হতে আনুমানিক দুই থেকে আড়াই বছর সময় লাগবে। প্রায় ১৭.৪১ একর জমির উপর মন্দির গড়ে উঠবে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এই মন্দির বিশ্বের বৃহত্তম শিব মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম হবে। প্রধান রাস্তা থেকেই মন্দির চত্বর দেখা যাবে এবং প্রতিদিন প্রায় ১ লক্ষ ভক্ত ও পর্যটক এখানে আসতে পারবেন। মূল মন্দিরের পাশাপাশি নির্মিত হবে বিশ্বের উচ্চতম মহাকাল মূর্তি। মূর্তিটির মোট উচ্চতা হবে ২১৬ ফুট। এর মধ্যে ১০৮ ফুট উচ্চতার ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি এবং ১০৮ ফুট উচ্চতার পেডেস্টাল।

থাকবে ‘মহাকাল মিউজিয়াম’ ও একটি সাংস্কৃতিক হল। সীমানা ঘেঁষে তৈরি হবে ১২টি অভিষেক লিঙ্গ মন্দির, যেখানে ভারতের ১২টি জ্যোতির্লিঙ্গের রেপ্লিকা রাখা হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, মন্দির চত্বরে থাকবে দুটি প্রদক্ষিণ পথ। শিবালয়ের রীতি অনুযায়ী চার কোণে চার দেবতার অবস্থান থাকবে। দক্ষিণ-পশ্চিমে গণেশ, উত্তর-পশ্চিমে কার্তিক, উত্তর-পূর্বে দেবী শক্তি এবং দক্ষিণ-পূর্বে ভগবান বিষ্ণু। দুই পাশে দুটি সভা মণ্ডপ হবে, যেখানে একসঙ্গে প্রায় ৬ হাজার মানুষের সমাগম সম্ভব। ফ্রেস্কো পেইন্টিং ও পাথর খোদাই করে মহাকালের কাহিনি তুলে ধরা হবে।

পাশাপাশি মন্দির চত্বরে প্রসাদ বিতরণ কেন্দ্র, স্যুভেনির আর্কেড, ক্যাফেটেরিয়া, ডালা কমপ্লেক্স এবং পুরোহিতদের আবাসনের ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে। একটি আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার গড়ে তোলার জন্য আগ্রহী বেসরকারি সংস্থাকে বিনামূল্যে জমি দেওয়া হবে।

বাংলাদেশে ভাঙল জামায়াতের নিয়ন্ত্রণে থাকা ১১ দলের জোট

নির্মল চক্রবর্তী

ঢাকা : জামায়েতে ইসলামির সঙ্গে জোট করায় আগেই দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছে বাংলাদেশের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের পড়ুয়াদের দল এনসিপি। দল ছেড়েছেন এক ঝাঁক প্রথম সারির নেতা। এবার ভেঙে গেল জামায়েতের নেতৃত্বাধীন ১১ দলের জোট।বাংলাদেশের ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১১ দলীয় জোটে থাকছে না চরমোনাই পীরের দল ইসলামি আন্দোলন। সাংবাদিক সম্মেলন করে তাদের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, নির্বাচনে একাই লড়াই করবে তারা। ইসলামি আন্দোলনের মুখপাত্র গাজি আতাউর রহমান জানিয়েছেন, আগামী নির্বাচনে ১১টি দলের জোটে থাকছে না তাঁদের দল।

ইসলামি আন্দোলনের তরফে বাংলাদেশের ৩০০ আসনের ২৭০টিতে ইতিমধ্যেই প্রার্থী দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে দুজন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল হয়েছে। বর্তমানে যে ২৬৮ জন প্রার্থী আছেন তারা কেউ মনোনয়ন প্রত্যাহার করবেন না। বাকি ৩২টি আসনেও তাঁরা সমর্থন দেবেন। কাদের সমর্থন দেওয়া হবে, তা নিয়ে মনোনয়ন প্রত্যাহারের সময় শেষ হওয়ার পরই সিদ্ধান্ত হবে। আতাউর জানান, তাঁদের নীতি-আদর্শ এবং লক্ষ্যের সঙ্গে যাদের মিল হবে, তেমন সৎ লোকদের সমর্থন দেওয়া হবে।

জোট ছাড়ার বিষয়ে আতাউর বলেন, ‘আদর্শগত ও নৈতিক দিক থেকে আমরা কোনও সংগঠনের চেয়ে দুর্বল নই। জামায়াতে ইসলামি আগামী দিনে ক্ষমতায় এলে ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠা করবে না বলে জানিয়েছে। কম্প্রোমাইজ না করতেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছি।’ তবে ১০ দলের জোটের কোনোও দলের সঙ্গে বিরোধ নেই।

ইসলামি আন্দোলনের তরফে আরও বলা হয়েছে, জামায়াত আমির বিএনপির চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে বলেছেন, আগামীতে তাঁরা ক্ষমতায় এলে বেগম খালেদা জিয়ার ঐক্যের নীতি মেনে সরকার গঠন করবেন। এই কথায় তাঁরা আতঙ্কিত। আতাউর বলেন, ‘আশঙ্কা করছি যে লোক দেখানো নির্বাচন হবে। আমরা কোনও লোক দেখানো নির্বাচনে সমঝোতার অংশ হতে চাই না। কারোও অনুগ্রহের আসন নিয়ে আমরা রাজনীতি করতে চাই না। আমাদের রাজনৈতিক শিষ্টাচার বজায় থাকবে। আমাদের দলের সব নেতাকর্মীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, শালীনতাবোধ বজায় রাখার জন্য।’

এর আগে ১১ দলের জোটের পক্ষে জামায়াতের প্রধান ড. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের ইসলামি আন্দোলনকে ছাড়াই ২৫৩ আসনে সমঝোতার ঘোষণা করেন। তিনি জানান,জাতীয় নির্বাচনে জোটভুক্ত দলগুলোর মধ্যে জামায়াতে ১৭৯টি, এনসিপি ৩০টি, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস ২০টি, খেলাফত মজলিস ১০টি, এলডিপি ৭টি, নেজামে ইসলাম পার্টি ২টি, আমার বাংলাদেশ পার্টি ৩টি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি ২টি আসনে লড়বে। ওই সম্মেলনে ইসলামি আন্দোলনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হননি। বাকি ১০ দলের প্রতিনিধিরা ছিলেন। এরমধ্যে ৮টি দল বিভিন্ন সংখ্যক আসনে একক প্রার্থী দেবেন বলে সমঝোতা চূড়ান্ত হয়েছে। বাকি রয়েছে ৪৭টি আসন।

জোটে বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টিও থাকলেও এই মুহূর্তে আসন বণ্টন করা যায়নি। পরে এই নিয়ে আলোচনা হবে বলেও জানানো হয়। এরপরেই জোট থেকে সরার সিদ্ধান্ত।

হুজুর সাহেবের সম্প্রীতির মেলা

নিজস্ব প্রতিবেদন

হলদিবাড়ি : দেশজুড়ে যখন ধর্মীয় বিভেদের খবর মাঝেমধ্যেই সম্প্রীতির উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছে হলদিবাড়ি হুজুর সাহেবের মেলা। শুক্রবার তথা ১৬ জানুয়ারি মেলার শেষ দিনে দেখা গিয়েছে হাজার হাজার মানুষের ভিড়, যেখানে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবাই মেতে উঠেছেন প্রার্থনায়।

মেলার অন্যতম বিশেষত্ব হল এখানকার মাজার চত্বরের দৃশ্য। একদিকে মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষরা নমাজ ও দোয়ায় অংশ নিচ্ছেন, ঠিক তার পাশেই রঞ্জিত রায় বা মদনকুমার রায়ের মতো বহু হিন্দু পুণ্যার্থী ধূপকাঠি ও মোমবাতি জ্বালিয়ে নিজের মনস্কামনা জানাচ্ছেন। তাঁদের বিশ্বাস, হুজুর সাহেবের দরবারে ভক্তিভরে প্রার্থনা করলে মনের বাসনা পূর্ণ হয়।

মেলার কেনাকাটা এবং পসরা সাজিয়ে বসার ক্ষেত্রেও দুই ধর্মের মানুষের সমান অংশগ্রহণ চোখে পড়েছে। মেলায় আসা সাধারণ মানুষের কথায়, এই মেলা আসলে এক মিলনমেলা। এখানে কোনও ভেদাভেদ নেই; সবাই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও বিহার এবং অসমের মতো প্রতিবেশী রাজ্য থেকেও প্রচুর পুণ্যার্থী এই মেলায় ভিড় জমিয়েছিলেন। মেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক দিদারুল আলম সরকার জানান, হুজুর সাহেবের সময় থেকেই এই সম্প্রীতির ঐতিহ্য চলে আসছে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানুষ এখানে আশীর্বাদ নিতে আসেন।

জমজমাট বালুরঘাটের খেজুর রসের বাজার

শীতে এক টুকরো আনন্দ ও স্মৃতির প্রতীক এই পানীয়ের চাহিদা বেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন

দক্ষিণ দিনাজপুর : শীতের হিমেল পরশ দক্ষিণ দিনাজপুরের সদর শহর বালুরঘাটের জনজীবনে নিয়ে আসে এক চেনা ও মধুর আমেজ। শীতকাল মানেই এখানে শুরু হয় খেজুরের রসের চিরাচরিত মরশুম। কনকনে ঠান্ডার ভোরে কুয়াশাভেজা মেঠো পথ ধরে যখন মাটির হাঁড়িতে রস নিয়ে গাছিরা শহরে প্রবেশ করেন, তখন এক অনন্য নস্টালজিয়া ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। এই অঞ্চলের মানুষের কাছে খেজুরের রস কেবল একটি সুস্বাদু পানীয় নয়, বরং এটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে লালিত এক প্রাণের ঐতিহ্য। প্রকৃতির এই অমূল্য দান শীতের সকালে বালুরঘাটবাসীর মনে ও শরীরে যে উষ্ণতা জোগায়, তার তুলনা মেলা ভার।

শীতের আগমনে ভোরের গ্রামবাংলার রূপ এক লহমায় বদলে যায়। সূর্য ওঠার অনেক আগেই নিপুণ দক্ষতায় গাছিরা গাছে উঠে খেজুর গাছের কাণ্ড ছেঁটে বিশেষ কৌশলে রস সংগ্রহের ব্যবস্থা করেন। রাতভর গাছের চেরা অংশ থেকে ফোঁটা ফোঁটা রস জমা হয় মাটির হাঁড়িতে। সেই তাজা ও সুগন্ধি রস ভোর হতেই পৌঁছে যায় বালুরঘাটের বাজারে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, প্রাকৃতিক মিষ্টতা ও পুষ্টিগুণে ভরপুর এই রস খালি পেটে পান করা স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। আবার এই রস জাল দিয়ে তৈরি হয় নলেন গুড় ও পাটালি, যা বাঙালির শীতকালীন পিঠে-পুলির উৎসবকে করে তোলে পূর্ণাঙ্গ।

বর্তমানে আধুনিকতার প্রভাবে অনেক গ্রামীণ সংস্কৃতি হারিয়ে গেলেও বালুরঘাটে খেজুরের রসের কদর আজও অটুট রয়েছে। শহরের মোড়ে মোড়ে বা অস্থায়ী দোকানে সকাল হতেই ভিড় জমান ভোজনরসিক মানুষ। বিক্রেতারা জানিয়েছেন, প্রতি গ্লাস রস মাত্র দশ টাকায় বিক্রি হওয়ায় এটি সাধারণ মানুষের কাছে যেমন সহজলভ্য, তেমনই চাহিদাও তুঙ্গে। ভোর থেকে সকাল আটটা পর্যন্ত চলে রসের জমজমাট বিকিকিনি। যান্ত্রিক জীবনের ব্যস্ততার মাঝে এক গ্লাস খেজুরের রস বালুরঘাটবাসীর কাছে যেন এক টুকরো হারানো শৈশব আর নির্মল আনন্দের স্মৃতি ফিরিয়ে আনে। শীতের এই ঐতিহ্যবাহী স্বাদ আজও অমলিন রয়ে গেছে এই প্রাচীন জনপদে।

খেজুরের রসের মিষ্টি ঘ্রাণ শীতের আমেজকে আরও গাঢ় করে তোলে। এটি কেবল তৃষ্ণা মেটায় না, বরং গ্রামীণ অর্থনীতির চাকাকে সচল রাখে। অক্লান্ত পরিশ্রম আর প্রকৃতির এই অকৃত্রিম দান বালুরঘাটের সংস্কৃতিকে করেছে সমৃদ্ধ। মাটির ভাঁড়ে সেই হিমশীতল রসের স্বাদ যেন বাংলার চিরায়ত রূপের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে অমলিন নস্টালজিয়া জাগিয়ে রাখে।

উত্তরবঙ্গে প্রযুক্তি, ‘আইডিয়াথন ৪.০’

ভাস্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি : বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বিকাশে শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির উদ্যোগে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হল ‘আইডিয়াথন ৪.০’। গত ২০ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গের অন্যতম বৃহৎ এই আইডিয়া-ভিত্তিক উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব আয়োজিত হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৮০টিরও বেশি দল আবেদন করেছিল, প্রাথমিক বাছাইয়ের পর ২৫টি দল চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেয়। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর অংশু এবং প্রফেসর পুষ্পেন্দ্র কুমার। উপস্থিত ছিলেন এসআইটির প্রিন্সিপাল-ইন-চার্জ ড. জয়দীপ দত্ত ও ড. অরুন্ধতী চক্রবর্তী।

অংশগ্রহণকারীরা স্বাস্থ্য, পরিবেশ, কৃষি, নারী নিরাপত্তা ও স্মার্ট সিটির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর তাদের উদ্ভাবনী প্রজেক্ট উপস্থাপন করে। বিচারকমণ্ডলী উদ্ভাবনী চিন্তা, প্রযুক্তির প্রয়োগ এবং সামাজিক প্রভাবের ভিত্তিতে দলগুলোর মূল্যায়ন করেন।

এসআইটি কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে যে, এই প্রতিযোগিতার লক্ষ্য কেবল বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া নয়, বরং প্রতিশ্রুতি রয়েছে এমন ভাবনা গুলোকে বিশেষজ্ঞ মেন্টরদের মাধ্যমে বাস্তব প্রজেক্টে রূপান্তরিত করতে সহায়তা করা। স্কুল বিভাগে নির্মলা কনভেন্ট ও সেন্ট জোসেফ’স স্কুলের যৌথ দল ‘টিম গ্রেথার’ প্রথম স্থান অধিকার করে। কলেজ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয় শিলিগুড়ি ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির ‘টিম টেকনোলজি হেল’। উভয় বিভাগের বিজয়ীদের ১০,০০০ টাকা নগদ পুরস্কার, ট্রফি ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। অতিথিরা শিক্ষার্থীদের আগামীতে স্টার্ট-আপ শুরু করার জন্যও উৎসাহিত করেছেন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত।
● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at ‘Janabarta’ Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96